কলেবর

শ্রীসুবোধ বসু

চিত্রাঙ্গদা পাব্লিসিং হাউস্
কলিকাতা

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

কলেবর

জগদম্বা মেস্

অশরীরী

পিতৃব্য—

শ্রীজিতেন্দ্র চন্দ্র বসু

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র বসু

শ্রীশৈলেন্দ্র চন্দ্র বসু

শ্রীচরণেষু

কলেবর

পাত্র-পাত্রী

অধ্যাপক দত্ত	সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক
অমিয়	রিসার্চ স্টুডেন্ট। ঐ ছাত্র
শ্যামল	অধ্যাপক দত্তের ছোট ভাই
পুরুষোত্তম	পালোয়ান
সুমিতা	অধ্যাপক দত্তের ভাগ্নী

দৃশ্য ঃ—অধ্যাপক দত্তের পড়িবার ঘর

সময় ঃ—বর্ত্তমান

বড় একটা ঘর। তার মধ্যে সব চেয়ে প্রথম যেটা চোখে পড়ে সেটা দেওয়ালের ধারে অডিটোরিয়মের সামনা-সামনি একটা মস্ত টেবিল। তার মধ্যে মোটা মোটা বই স্তূপীকৃত হইয়া আছে। কতগুলি খোলা,—বেশী ভাগ আগোছাল ভাবে টেবিলের দু-ধার প্রায় ছাইয়া রাখিয়াছে। পিছন দিকে উঁচুপীঠ একটা চেয়ার দেখা যায়,—তাছাড়া চারিদিকেও চেয়ার ছড়ান। টেবিলটার উপরে একটা বিজলী আলো।

অডিটোরিয়মের দিকে পিছন দিয়া একজন যুবক টেবিলের উপর একটা খোলা বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি লিখিতেছিল। দুয়েকবার সে প্রত্যাশী ভাবে পাশের দরজাটার পানে চাহিল। তারপর কি ভাবিয়া লেখা থামাইয়া বইগুলি বিরক্তির সঙ্গে ও দিকে ঠেলিয়া অমিয় কপালে হাত দিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

সকাল আটটা বাজিয়াছে।

অর্দ্ধ-মিনিট কাল এমনি কাটিল। তখন এক দিকের দরজা দিয়া এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। সহাস্য, স্ফূর্ত্তিবাজ দেখিতে,—তার চোখ দুটিতে ঔদার্য্য। মাথায় ক্ষুদ্র একটা টাক পড়িয়াছে। ঢুকিয়া অমিয়র দিকে চাহিয়া টাকে হাত বুলাইয়া তিনি কহিয়া উঠিলেন।

জগদীশ

[দুষ্টুমি ভরা সুরে] ওহে দাদার ছাত্রবাবু, আমার ভাগ্নীর অবস্থাটা এমন শোচনীয় করে তুললে কি করে,—বলি ও করেছ কি? মেয়ের নাওয়া নাই, খাওয়া নাই, কেঁদে কেঁদে চোখ জবাফুল—সর্ব্বনাশ বললেই হয়। থিয়েটার হলে আত্মহত্যাই করে বসত।

অমিয়

তাই নাকি,—জানতুম না তো। [একটু ইতস্তত করিয়া] আপনি তো সব জানেন, ছোট মামাবাবু,—সময় আমারও খুব ভালো কাটছে না।

জগদীশ

ওঃ এই ব্যাপার! [মৃদু হাসিয়া] আবার দেখাদেখি ছোট মামাবাবুও বলতে শিখেচ। তবে তো ব্যাপার গুরুতর। কিন্তু ছোক্‌রা, প্রফেসারের টেবিলে বসে তার বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে তো গোলযোগ আর মিটে যাবে না। আমার ভাগ্নীর উপযুক্ত নও তুমি,—এই সঙ্কটের সময়ও বসে নোট টুকতে যার ধৈর্য্য থাকে তার প্রাপ্য বড় জোর একটা ডক্টর উপাধি।

অমিয়

[হতাশ ভাবে] কিন্তু মামাবাবু, আমি ভেবে ভেবে আর তো কূল-কিনারা পাচ্ছি না,—কী যে—

জগদীশ

তুমি নেহাৎই অপদার্থ,—রিসার্চ্চ করারই উপযুক্ত। জানতো, None but the brave deserves the fair. বীরের বাষ্পও তোমার মধ্যে নেই।

অমিয়

কিন্তু আপনার দাদাকে তো আপনি চেনেন,—ওর জেদ ভাঙতে পারা জগতে কার দ্বারা যে সম্ভব তাই আমি ভেবে পাই না। ওর একটু ইচ্ছে নয় আমি সুমিতাকে বিয়ে করি।

জগদীশ

কিন্তু কেন,—কারণটা কি? তোমার বিদ্যাবুদ্ধি প্রফেসার ভালো করে টের পেয়েছেন,—তাই আপত্তি নাকি? [দুষ্টুমির হাসি]

অমিয়

[হাসিয়া] বোধ হয়। কিন্তু আসল ব্যাপারটা আমারও কাছে বিস্ময়কর বোধ হয়। কিছুদিন হ'লো প্রফেসার দত্ত ইউজেনিক্‌স সম্বন্ধে গবেষণা করতে সুরু করেছেন,—তার—

জগদীশ

ইউজেনিকস? সে আবার কি? পলিটিকসএর মাসতুত-পিসতুত ভাই নাকি?

অমিয়

ঠিক তা নয়। গরু-ভেড়ার সু-উৎপাদনের কথা পড়েছেন তো? এ মানুষের সু-উৎপাদনের বিজ্ঞান। আপনার দাদা কিছুকাল ধরে ও-দিকে আকৃষ্ট হন। তার ফল এই হয়েছে। তিনি বলেন, শুধু সেই ছেলে এবং সেই মেয়েদের বিবাহ হওয়া উচিত যারা অত্যন্ত সুপুষ্ট। আমাকে তিনি বিবাহের অযোগ্য ঠিক করেছেন। আমি যথেষ্ট মোটা নই।

জগদীশ

[বিস্মিত হইয়া] সত্যি নাকি? সুমিও তাই বলছিল বটে,—আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি। দাদার পাগলামোগুলি আর কিছুতেই গেল না দেখছি।

অমিয়

এখন আপনি কি করতে বলেন? আমি তো কিছু ভেবে উঠতে পারছি না। [একটু দ্বিধা করিয়া] সুমিতার সঙ্গে বিয়ে না হলে আমি মরে যাব মামাবাবু।

জগদীশ

থিয়েটার করতেও শিখেছ খুব। শেষ রক্ষা যদি না করতে পারবে তবে ও-সব গণ্ডগুলে ব্যাপারের মধ্যে গিয়েছিলে কেন শুনি। [পরিহাস তরলকণ্ঠে] দাদা ঠিক বলেছেন,—এ সব ছেলেদের সঙ্গে মেয়ের বিয়েই দেওয়া উচিত না। জীবনে কখনো ব্যায়াম করবে না,—শরীর নেই তো বই পড়েন। শিক্ষা হ'লো তো? পরের জন্মে প্রথম থেকেই ডনবৈঠক সুরু করো,—এমন মনস্তাপে আর পড়তে হবে না।

অমিয়

আর আপনার ভাগ্নী? সুমিতা?

জগদীশ

ঐ মেয়েটার জন্যই তো এত মাথা ব্যথা। যখন বানপ্রস্থে যাবার বয়স তখনই আবার এসব ছেলেমানুষির মধ্যে মাথা সিঁধুতে হচ্চে। মনে কি আর ও সব আছে ছাই,—কিন্তু ভাগ্নীটির মাথা যখন তুমি খেয়েছ তখন ভাবনার কথা বৈকি। নইলে তুমি পরের ছেলে,—মর বাঁচ কার কি।

অমিয়

[আশান্বিত] তবে সুমিতার জন্যই কিছু করুন মামাবাবু। আপনি যদি দয়া করেন তবে সবই হ'তে পারে।

জগদীশ

[হাসিয়া] বাঃ, বেশ শিখে নিয়েচ। কিন্তু তারই বা কি দরকার। বাড়ি যাও,—বাড়ি গিয়ে ঘরে দরজা বন্ধ করে কবিতা লেখ। নির্লজ্জতা মাত্রাহীন ভাবে বাড়াতে পার তবে ব্যর্থ-প্রেমের কবিতার বই ছাপাও। মাসিকে সমালোচনা বের কর। তারপর অন্য একটি যাকে তাকে বিয়ে করে'— বুঝ্‌লে না?

অমিয়

[দুঃখিতের মত] ছোটমামা, আমি কাল থেকে উপোস করে আছি।

জগদীশ

হাঙ্গার ষ্ট্রাইক! কার সঙ্গে? বাপুহে, ওতে হবে না,—তুমি হতাশ হ'য়ে না খাওয়া সুরু করলে আর ভৌতিকভাবে দাদার মন গলে গেল তাতো আর এ শতাব্দীতে হয় না। তুমি সুমিকে চাও কি না?

অমিয়

সমস্ত প্রাণে মনে।

জগদীশ

নিশ্চয়ই পাবার কিছু উপায় ঠিক করেছ তাহ'লে,—অন্তত করা উচিত ছিল। দাদা অত্যন্ত খামখেয়ালী কড়া মানুষ। তার মত বদ্‌লাতে চাও তো প্রায় গন্ধমাদন পর্ব্বত বয়ে আনতে হবে।

অমিয়

আমার ভাববার চিন্তা করবার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে ছোট মামাবাবু। আপনি যা হয় করুন।

জগদীশ

মাথা ধরল তোমার,—এদিকে মকরধ্বজ মেড়ে আমাকে খাওয়ান হবে,—এও প্রায় সেই রকমই হ'লো। কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমশঃই গুরুতর হয়ে পড়ছে। ঐ নীচের কুস্তির আখড়ার ঘাড়ভাঁড়া ষণ্ডাগোছের ছেলেটাকে দেখেছ তো? সুমিকে যেটা একদিন একটা ঢিলে বেঁধে চিঠি ছুড়ে দিয়েছিল? দাদার তো তার ওপরেই ভারি নজর পড়ে গেছে। ক'দিন ধরেই তার ঘন ঘন যাওয়া আসা হচ্চে।

অমিয়

[চিন্তিত ভাবে] শুনেচি। কিন্তু মামাবাবু, সেটা কি দারুণ অন্যায় বলুন তো। সুমিতা ওর সাথে বিয়ে হ'লে মরে যাবে। মরেই যাবে—

জগদীশ

অসম্ভব নয়। কিন্তু উপায় কি। দাদার যখন জেদ চেপেছে তখন কি আর সহজে মিটবে ব্যাপারটা? অথচ এদিকে শ্রীমানও খাওয়া ছেড়েছে, শ্রীমতীও খাওয়া ছেড়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে তুলেছেন। সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। কতদিন বলেছি, বাপুহে, বই খাতা ছেড়ে একটু খেলাধূলোও করো।

অমিয়

[আপত্তি করিয়া] খেলাধূলো করলেই অমন ষণ্ডা হ'তে পারতেম নাকি? প্রোফেসার দত্ত চান এমন বলিষ্ঠ লোক যা শুধু—

জগদীশ

[কথা কাড়িয়া] ষণ্ডজাতির মধ্যেই সুলভ। কেমন?

অমিয়

তাছাড়া মোটা হ'তে আমি পছন্দ করিনে। তাদের বড় ঘাম হয়।

জগদীশ

সে একটা ভাববার কথা বটে। কিন্তু ঘাম বাঁচাতে গিয়ে যদি মানসী ফস্‌কে যায় তো সেও বড় সুবিধের কথা নয়। [একটু থামিয়া] শিষ্যদের গুরুগৃহের মেয়েদের সঙ্গে প্রেমে পড়ার একটা বাতিক দেখা যায়,— কচ আর দেবযানীর উপাখ্যান পড়েছ তো? এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে নাকি বলতে পার?

অমিয়

[করুণ-ভাবে হাসিল]

জগদীশ

নাঃ,—তোমার আর কোনো উপায় দেখছি না,—এক পাত্রীহরণ ছাড়া। সেটা কিন্তু বাপু আমি বরদাস্ত করব না।

অমিয়

[করুণ হাসিয়া] কি যে বলেন মামাবাবু! কিন্তু আপনাকে এর কিছু করতেই হবে। অমনি একটা খামখেয়ালের জন্য আমাদের দুজনের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, এর সকরুণতা কি আপনাকে স্পর্শ করে না,—এর কি কোনো প্রতিকারই করা যাবে না?

জগদীশ

দাদাকে বলে দেখ না।

অমিয়

অসম্ভব। তার ফল হবে এই যে কাল থেকে এখানে আসা পর্য্যন্ত আমার বন্ধ হয়ে যাবে। আর কিছু হবে না। ওর কথার প্রতিবাদ করা কি যে ভয়ঙ্কর কথা তা কি আপনি জানেন না?

জগদীশ

এও নয়, সেও নয়,—তবে আর কি? মনের দুঃখে বনে যাও,—নইলে ময়দানে গিয়ে চরে বেড়াও। ক্ষিধে পেলে চিনেবাদাম কিনে খেও। এদিকে যণ্ডকুমারকে দাদা আজ কথা দিয়ে ফেলতেও পারেন,—ভাবগতিক সেই রকই দেখাচ্ছে। সেটা খারাপ কথাও নয়। মানব জাতির ভবিষ্যৎ এরই উপর নির্ভর করছে,—কম কথা নয়! [হতাশায় অমিয় কপালে হাত দিয়া টেবিলে ঝুঁকিয়া মুখ নিচু করিল।] রোগ গুরুতর! ঘন ঘন মূর্চ্ছার উপক্রম,—উপবাস,—[একটু স্মিতমুখে চুপ থাকিয়া] হেঃ, দাদাকে যদি আমি আবার বলি তবে কিছু লাভ হবার আশা আছে?

অমিয়

কিছু নয়।

জগদীশ

আর একটা উপায় আছে। ভবিষ্যৎ মানবজাতির উন্নতি-বিধায়ক আখ্‌ড়ার ঐ ছেলেটাকে যদি কুস্তিতে হারাতে পার। কিন্তু তার বিশেষ সম্ভাবনা দেখচি না। কেবল বই পড়লে কি আর ও-সব পারা যায়। বড় জোর মুখের কথার তোড় ছোটাতে পার। তাতে তোমার মত পড়ুয়ারাই ঘাবড়ে যেতে পারে। আমাদের আখ্‌ড়ার ঐ বীরটি কি আর ওতে আঁৎকাবে,—ধরে তোমাকে ময়দা ঠেসে দেবে।

অমিয়

বিচিত্র নয়। কিন্তু সেটাই কি যোগ্যতা নির্দ্ধারণের মাপকাটি? তাই যদি হয় তবে আমার চেয়ে আমার বাড়ীর চাকরটা তো ভালো পাত্র। কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম সুমিতার দারোয়ান রাখার কোনো দরকার নাই,—আপনাদের বাড়ীতে এখনই যথেষ্ট আছে। নইলে—[ভাবাবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল]

জগদীশ

সুমিরও যে তার বিশেষ দরকার তা নয়। দারোয়ানদের শুধু ঘাম হয় না,—দাড়িও থাকে। কিন্তু কি করা যায়? তোমরা দুজনে মিলে যা অন্যায় করেছ তো করেছ,—এখন অবশ্য তোমাদের সাহায্য করাই দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু চারিদিকে তাকিয়ে তেমন কিছু উপায়ও দেখতে পাচ্ছি না। দাদার প্রকৃতি খুবই ভালোরকম জানি। বুঝিয়ে সুজিয়ে যে ওর মত বদ্‌লাবো তার জো নেই। চিরকাল ঐ রকম একগুঁয়ে লোক। সত্যই মেয়েটার জন্য আমার ভাবনা ধরে গেছে। ওর সমস্ত—[সহসা দরজার দিকে কান পাতিয়া] ঐ দাদা আসছেন বোধ হয়। তোমার সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে আর পরামর্শ করা ঠিক নয়। [যাইতে ফিরিয়া] একটু পরে দেখা করো। অবশ্য দাদা একজন জবরদস্ত জার কাইসার গোছের লোক,—ওর নিজের খেয়ালটা সব চেয়ে ওপরে থাক্‌বে। তবু—[একটা পদধ্বনি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি জগদীশের প্রস্থান]

একটা কাশির শব্দ হইল। তারপরই মন্থর গম্ভীর ভাবে প্রফেসার দত্ত প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ,—রুক্ষ স্বভাবের। টাকের তলায় যা-সামান্য কিছু চুল দেখা যায়

সবই সাদা। মুখ গম্ভীর। চোখে চশমা। পাতলা কাপড়ের কলারহীন একটা কোট গায়ে। পায়ে চটি।

তাহাকে দেখিয়াই অমিয় চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার জানাইল। ইঙ্গিতে তাহাকে বসিতে বলিয়া প্রঃ দত্ত তাঁর নিজের চেয়ারের দিকে আগাইয়া গেলেন। তিনি না-বসা অবধি অমিয় দাঁড়াইয়া রহিল।

দত্ত

[বসিতে বসিতে গম্ভীরকণ্ঠে] তোমার আসতে বড় বিলম্ব হয়। নিদ্রা হ'তে একটু তাড়াতাড়ি ওঠার অভ্যাস করো। প্রাতঃকালে বিছানায় পড়ে থাকা কিছু নয়। স্বাস্থ্যটা সবার আগের কথা,—তাতে অবহেলা—

অমিয়

[বিনীত ভাবে] আজ্ঞে, আজকাল আমি ঘুম থেকে সকাল সকালই উঠে থাকি। হাত মুখ ধুয়ে, চা খেয়ে—

দত্ত

[বিস্মিত হইয়া] চা? তবে এখনো চা ছাড়নি। অবাক্ করলে,—এখনো চা খাও! কতদিন ধরে তোমাকে বলছি,—ও জঘন্য অভ্যাস ছাড়,—ছেড়ে দাও। [অমিয় অপ্রতিভ] চা না বিষ,—সেঁকো বিষ। বিষ গেলাও যা চা ও তাই,—কোনো তফাৎ নেই। তবে? তবে তোমার ও কেমন আচরণ?

অমিয়

[অপরাধীর মত] আজ্ঞে, আমি প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। শীঘ্রই সম্পূর্ণ ছেড়ে দেব,—চা'র ফল বিষময় তা আমি জানি।

দত্ত

বুদ্ধিমানের মত কথা হ'লো। [একটা বই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে] জগতে সব চেয়ে বড় কথা স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যই তো ইহলোকে ধরে রাখচে,—নইলে মার্স, নেপ্‌চুন না জুপিটারে কোথায় গিয়ে যে এতদিন বাসা বাঁধ্‌তে হ'তো তার ঠিক নেই। [একটুক্ষণ চুপ করিয়া পরে] পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধর্ম্ম হওয়া উচিত শরীর-ধর্ম্ম,—কেমন তো?

অমিয়

[চমকিয়া উঠিয়া] আজ্ঞে, হ্যাঁ।

দত্ত

বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, রাজনীতি বলো, মাথাই না থাকলে এদের নিয়ে কি করে আর মাথা ঘামানো চলত। তাই আমি বলি, এ শতাব্দীতে বাঙালীর আর কিছু করা উচিত নয়। চাই শুধু শরীর-চর্চ্চা। [একটু পরে] কলেজ? উঠিয়ে দাও। ইস্কুল ভেঙে ফেল। লাইব্রেরী পোড়াও। তার বদলে কি করবে?—রাস্তার মোড়ে, গলির কোণ ও খাম্‌চেতে কুস্তির আখ্‌ড়া খোলো। ফুটপাতের ধারে ধারে প্যারালেল্ বার পুঁতে দাও। ফ্রী প্রাইমারী এডুকেশান দিয়ে কোন্ ছাই হবে—তার বদলে সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে মাগ্‌না ডাম্‌বেল্ আর গদা বিলিয়ে দাও,—যাতে লোকগুলি কেঁচো না থেকে সুপুষ্ট জীব হ'তে পারে। [অমিয় বিরত ভাবে মাথা নাড়ে। একটুক্ষণ কাগজপত্র দেখার পরে] দেশের কর্ত্তৃত্বের ভার এসেছে যত মূর্খের হাতে [রাগিয়া] মূর্খ নয় তো কি? এসম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখে কাগজে পাঠিয়েছিলাম,—তারা কি করেছে জানো? ফিরিয়ে দিয়েছে।

অমিয়

আজ্ঞে, দেশের কাগজ পরিচালনার ভার তেমন উপযুক্ত লোকের হাতে নয়। এর একটা প্রতিকার হওয়া—

দত্ত

উচিত,—একশো বার উচিত। চারদিকে রোগা হাড়গিলের মতন লোক কিলবিল করছে, ঘেঁটি ধ'রে পাটকাঠির মতন মট্‌কে দেওয়া যায়, পা ধরে দেশলাইকাঠির মত ঘোরান চলে, জোরে হাওয়া এলে ধরে রাখা মুস্কিল—অথচ এদিকে কারুর দৃষ্টি নেই। তোরা মানুষ না ব্যাঙাচি? ব্যাঙাচি হ'স তো জলে যা,—এখানে কেন? [একটু থামিয়া] পড়াশুনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী উঠিয়ে দেওয়া উচিৎ। যদি ডিগ্রী থাকতেই হয় তবে শুধু থাকবে, ব্যাচেলার অব্ বডি, মাষ্টার অব্ বডি। [গলা ভেঙ্‌চাইয়া] আর্ট্‌স্ সায়ান্স্,—কেওড়াতলা নিয়ে পুড়িয়ে ফেলো,—গলায় দিয়ে পিণ্ড দাও।

অমিয়

[বিনীত ভাবে] কিন্তু শুধু দেহ—[সবটা বলিতে পারিল না]

দত্ত

[বাধা দিয়া] হাঁ, শুধুই দেহ। তোমাদের মত কতগুলি শরীর ছাড়া পাড়াতোর কোন্ প্রয়োজন? বিদ্যা চাই, ঢের বই পড়ে রয়েছে—জ্ঞান চাই, বেদ উপনিষদ, বেদান্ত বেদাঙ্গ, গীতা,—অভাব আছে কিছু? সে-সব বইবার জন্য তোমাদের বেঁচে থাকার কোন্ প্রয়োজন? ন্যাপ্‌থালিন্ দিয়ে রাখলে বই পোকাতেও কাটে না। শরীরের চাইতে

প্রয়োজনীয়, শরীর অপেক্ষা বেশী সত্য আছে নাকি কিছু? ঈশ্বর দিয়েছেন দেহ,—বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান এসব দেবার তার ইচ্ছে ছিল না,—বাইবেলে বলে ও-সব অনধিকার-চর্চ্চা করেই লোকের এমন দশা—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাওয়া-পরার জোগাড় করতে হয়। পড়নি বাইবেল?

অমিয়

আজ্ঞে পড়েছি।

দত্ত

তবে আর কি। দেহ সকল ঐশ্বর্য্যের সার। সকাল থেকে এসে আমার লাইব্রেরী ঘাঁটো যাতে বড় রকমের একটা উপাধি জোগাড় করতে পার,—কেন, কি তার প্রয়োজন! যেদিক দিয়ে বাড়ালে কাজের কথা হ'তো সেদিকে খেয়াল নেই,—আর যা বাড়ালে মূর্খতার তৃপ্তি ছাড়া আর কোনো লাভ নাই সেদিকে মেহন্নত করে শরীর নামে যে একটু ছায়া-বস্তু ছিল তাও মিলিয়ে দিচ্ছ। [একটু থামিয়া] দেহীর একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দেহ-পুষ্টি, ইতিহাস নয়, দর্শন নয়, সাহিত্য নয়। দেহ অবহেলা করে সমস্ত বাঙালী জাতটা উচ্ছন্নে যেতে বসেছে, আর এদিকে সব হৃষ্টপুষ্ট লোকরা দিব্যি আনন্দে বন্দুক সঙ্গীন বাগিয়ে রাজ্য চালায়,—মিল্ করে, ফুটবলে তোমাদের হারিয়ে দেয়, তাদের চেহারা দেখে ভয়ে তোমরা জুজু বুড়ি হয়ে থাক। আমি এক কথা বুঝি,—শরীর শরীর, শরীর,—গা, দেহ, বপু, কলেবর।

অমিয়

তুটোরই—

দত্ত

[বলিতে না দিয়া] কোনো প্রয়োজন নাই। এ তোমাদের এক শোচনীয় মনোবৃত্তি। যতই আমি ইউজেনিক্‌স অধ্যয়ন করছি, ততই বুঝ্‌তে পারছি আর কিছুরই প্রয়োজন নেই। শুধু দেখতে হবে কি করে বাঙালীর দেহ ভালো হয়,—তার হাড় মোটা হয়,—তার বুকের ছাতি ফোলে,—তার—[একটা বইয়ের পাতার মধ্যে তার অসমাপ্ত কথা থামিয়া গেল] কি করে সমস্ত জাতির এই দশা হয়েছে জানো,—কি করে তার মৃত্যুর হিক্কা উঠেছে? [উত্তরের প্রত্যাশায় ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া] তারা কবিতা করে, তারা উপন্যাস নামে কতগুলি যাচ্ছেতাই আজগুবি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়,—তারা চেঁচিয়ে বক্তৃতা দিয়ে রাজনীতি করে,—আর যা আসল ব্যাপার তার দিকে এদের কি খেয়াল আছে! বড় জোর অন্যান্য অবান্তর কাজকর্ম্মের সঙ্গে একটু দেহ-চর্চ্চাও করে,—তবেই যেন স্বর্গ উদ্ধার হবে। [একটু চুপ থাকিয়া] কিছুদিন হ'লো আমি একটা আইনের খসড়া তৈরী করেছি।—সনৎ ঘোষ এম-এল-এ কে দিয়ে এসেম্ব্লিতে তুল্‌বো ভাবছি। তাতে কি করা হবে জানো?

অমিয়

[বই হইতে মুখ তুলিয়া] বলুন।

দত্ত

তাতে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে এখন থেকে পাঁচ বৎসর পরে যে-সব বাঙালী ছেলের বয়স কুড়ি বছর হবে, তাদের বুকের মাপ ছত্রিশ ইঞ্চি হওয়া বাধ্যতামূলক। স্বাস্থ্য-বিভাগ থেকে পরীক্ষা করা হবে। যে-সব

কুলাঙ্গারের বুক তার চাইতে কম, তাদের নিয়ে দার্জ্জিলিঙ জেলে আটক রাখা হবে যতদিন পর্য্যন্ত না তাদের বুক ছত্রিশ ইঞ্চি হয়। এ প্রস্তাব ঠিক কি না?

অমিয়

হ্যাঁ, ভবিষ্যতে ঐ রকম হওয়া উচিত। ঐ রকম বাধ্যতামূলক আইন না থাকাতেই আমরা যথেষ্ট রকম বুকের পরিধি বাড়াতে পারিনি। সেটা কিন্তু আমাদের দোষ নয়,—[একটু ভাবিয়া] তার জন্য আমাদের শাস্তি পাওয়া উচিত নয়।

দত্ত

পাপ করলে শাস্তি পেতেই হয়, তার [অমিয় হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল] ছাড়া নেই। [একটু পড়িয়া তারপর চোখ উঠাইয়া] বাঙালীর এই শারীরিক অবনতি, এই দৈহিক পতন, এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মে পরাঙ্মুখতার ফল তো দেখতেই পাচ্ছ। খেতে পাওনা, রোগে ভুগে ইঁদুরের মত মর, মরে নরক পাও। নরক নয়ত কি? ঈশ্বর শরীরের ইচ্ছাকৃত অবনতি বুঝি ক্ষমা করেন? শরীর নেই বলে তোমাদের পরাধীনতা,—বছর বছর দুর্ভিক্ষ আর বন্যা,—ঈশ্বরের ক্রোধেরই রূপান্তর। অথচ হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া জাতটার কি হুঁস আছে?—নেই। প্রবন্ধ লিখে কেউ যদি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়, কাগজ-ওয়ালারা ধন্যবাদ জানিয়ে ফেরত দেয়।

অমিয়

আজ্ঞে দেশের কাগজ পরিচালনার ভার তেমন উপযুক্ত লোকের হাতে নেই। এর একটা প্রতিকার হওয়া—

দত্ত

উচিত,—একশোবার উচিত। [একটু দম লইয়া] কিছুকাল হলো ভেড়া, গরু, ঘোড়া এমন কি মুরগী প্রভৃতির সুজননের কথাও সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাছ-বাছাই করলে ভাল বাচ্ছা উৎপাদন করা যায়, এটা ক্রমে অনেকেই বুঝচেন। অথচ কি আশ্চর্য্য, মানুষের বেলায়ও যে তার অনুরূপ ফল লাভ করা সম্ভব এদিকে কারুর দৃষ্টি নেই। মানুষের বংশোন্নতির কোনো চেষ্টাই হচ্ছে না। মানুষ হ'লো তোমার শ্রেষ্ঠ জীব,—তার মাথা থেকেই বেরুল, অথচ তার প্রয়োগ কেবল ভেড়া আর মুরগীর উপর! কেনরে বাপু? বাঙালীর এই সার্ব্বজনীন লোলতা, কৃশতা, এই অমানুষতার একমাত্র কারণ কি জানো?

অমিয়

[নিরীহ ভাবে] অনেকটা বুঝতে পারচি।

দত্ত

একমাত্র কারণ যাকে তাকে বিবাহ করতে দেওয়া। রোগা টিঙ্‌টিঙে চেহারা, হাড় লিকলিকে দেহ, রোগা পটকা দেড় হাত উঁচু, সবাই বিয়ে করতে পারে,—মানা নেই, নিষেধ নেই। তাতে যা ফল হবার তাই হয়। নিজেরই নাই দেহ, তিনি আবার দেহ-সৃষ্টি করলেন— ফড়িঙের বাচ্চা, পিঁপড়ের পিরামিড্! [জলন্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নীরবে তাকাইয়া থাকিয়া] নূতন একটা আইনের খসড়া তৈরী করছি, তাতে এই ব্যবস্থা হচ্ছে যে যে-সব যুবকের ওজন দুইমণ পনেরো সেরের কম তাদের বিবাহ করা বে-আইনী, তারা যেন বিয়ে করে উকুনের সৃষ্টি না

করতে পারে। [অমিয়ের দিকে চাহিয়া] যদি বাঙালীর হিত ইচ্ছা থাকে, যদি জাতটাকে জাহান্নামের পথে এগিয়ে দিতে না চাও তবে তোমারও [অমিয় বিস্ময়-শঙ্কিত ভাবে চাহিল]—হাঁ তোমার, কোনোকালে বিবাহ করা উচিত নয়। আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজের শরীর দেখেচ তো? বাতাস এলে চাপা দিয়ে রাখতে হয়, বৃষ্টি হ'লে ঢেকে রাখতে হয়,—বিয়ে করা তোমার পক্ষে পাপ। বিবাহের যোগ্যতা কি সবারই আছে নাকি? বিবাহ একটা ছেলেখেলা নয়। তোমার মত লোকের বিবাহের দ্বারা সমাজ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা,—গুরুতর আশঙ্কা। [জিজ্ঞাসু ভাবে] দেহের ওজন কত?

অমিয়

[অপরাধীর মত] একমণ পনেরো সের।

দত্ত

বেশ, আর বলতে হবে না। [গম্ভীর সুরে] গুরু-হিসাবে তোমাকে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ, কখনো বিবাহ করো না, বিবাহের কথা ভেবো না, কল্পনাও করো না। মনে থাকবে তো? [অমিয় অনিচ্ছায় সামান্য ঘাড় নাড়িল] এক সময় আমার মনেও এক হাস্যকর প্রস্তাবের উদয় হ'য়েছিল। তোমারই সাথে সুমিতার বিবাহের কথা ভাবছিলাম। কে জানে হয়ত সব ঠিকঠাকও হ'য়ে যেত। [কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া] কী সর্ব্বনাশ করতে বসেছিলুম! সর্ব্বনাশ নয়ত কি? আমি সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক,—আমিই যদি তোমার মত ক্ষীণ-দেহ লোকের সঙ্গে আমার ভাগ্নীর বিবাহ দিতাম, তবে সেটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ হ'তো।

হয়ত শেষে অনুতাপে আমাকে আত্মহত্যা করতে হতো। যাক্, অবশেষে আমার সুবুদ্ধির উদয় হলো,—ভেবে দেখলাম ওরকম কল্পনা করাও অন্যায়। [বই-এর পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কতক্ষণ ব্যস্ত রহিল।] অনেক খুঁজেটুজে ওর উপযুক্ত পাত্র ঠিক করেছি। চমৎকার গুণী ছেলে,—ঐ নিচের আখড়ায় কুস্তি করে। তেড়ে গেলে যেন ক্ষ্যাপা মোষ,—চার চারটা জোয়ান ধরে রাখতে পারে না। কুস্তির সময় একবার উপড় হয়ে পড়ুক,—চিৎ করুক দেখি কার সাধ্য। একচল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি। ঘাড়? পাথর ছুঁড়ে মারলে পাথর ভেঙ্গে যাবে। হাত না গদা! লেখাপড়া করেনি,—সেই জন্যই আরো ভাল বলি। লেখা-পড়া ধুয়ে কি জল খাবে? যা করলে মানুষ হওয়া যায় তা যথেষ্ট করেছে। দেখতে যেন এক বিরাট পুরুষ, যেন—

অমিয়

কিন্তু কুলশীল?

দত্ত

খোঁজ নেওয়া নিষ্প্রয়োজন। অমন বলিষ্ঠ যে কুলের ছেলে, তার বাপ ঠাকুরদা যে ওর চেয়ে আরো হৃষ্ট ছিল সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। মানব জাতি ক্রমশই অবনতির দিকে চলছে, মান ত? সে হিসেব মনে রাখলে না জিজ্ঞেস করেও বলা যেতে পারে যে ওর পিতার বুক আরো স্ফীত ছিল, তার হাড় আরো মোটা ছিল, তার ডানা আরো পুষ্ট ছিল,—তার পা দুটো থামের মত—তার ঘাড় খাড়া, পিঠ শক্ত,—বাস্ আর কি চাই। এর চেয়ে ভালো আর কুল কোথায়? চমৎকার ছেলে পেয়েছি। ভাগ্যিস্ তাড়াতাড়ি যা-তা ক'রে বসিনি। এখনই তার

আসবার কথা। দেখলে বুঝবে শুধু এই ধরণের ছেলেই দেশের হওয়া উচিত,—দেশের গর্ব্ব ওরা। পড়াশুনা করে' শরীর নষ্ট করেনি। কেবল ডন্, কেবল কুস্তি, কেবল বৈঠক। বেশী তেড়িবেরি কথা বলবে,—অমনি দেবে একপ্যাঁচ,—দরকার হলে শাঁ করে এক ঘুষি। এই রকম [দেখাইয়া] পুরু ঘাড়, এমনি—

দরজা খুলিয়া বিরাট বপুর এক জোয়ান প্রবেশ করিল। দেখিতে কুচকুচে কালো,—চোখ মিটমিটে,—নাক থ্যাবড়াইয়া যাওয়া। গলা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। চিবুকের তলা হইতেই একটা বিরাট বুক বাহির হইয়া আসিয়াছে। গায়ে শুধু একটা হাত কাটা নিমা,—জামাটা কাঁধে ফেলান। হাত ও গা দিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে]

এই যে পুরুষোত্তম,—এস বাবাজী,—তোমার কথাই বল্‌ছিলাম। ব্যায়াম করে এলে বুঝি,—খুব ঘাম দেখতে পাচ্ছি।

পুরুষোত্তম

[পুরুষোত্তম শ ষ স প্রত্যেকের স্থানেই 'হ' উচ্চারণ করিবে। চেয়ারটা সশব্দে টানিয়া বসিতে বসিতে] ডন্ বলে ডন্,—তিনশো এগারোটা বৈঠক, —এর মধ্যে আর থামা নেই। চারশো সাতাশটা বুক-ডন্,—পুরো আধঘণ্টা প্যারালেল বার,—রিঙ, ডাম্বেল, ট্রাপিজিয়াম—এ আর চালাকি নয়। এ না চামড়ার বাতাস-ভরা বল নিয়ে ছেলেমানুষের মত ছুটোছুটি, না লাঠি নিয়ে বল ঠ্যাঙান। না—[কপাল হইতে অবহেলা ভরে ঘাম ছুঁড়িয়া ফেলিল]

দত্ত

বেশ বেশ, শুনে সুখী হলাম। শরীর বানানোর মত মহৎ কর্ম্ম আর নাই। চমৎকার করছ, সুন্দর করছ।

পুরুষোত্তম

[গর্ব্বিত ভাবে] হাব্‌লা রুদ্র বড় কুস্তি করতে এসেছিল। চাঁদের ইচ্ছা ছিল হারিয়ে দিয়ে নাম ফাটাবেন। কাঁক্ করে ধরে ছিলুম ঠুসে' মাটিতে। নাক থুব্‌ড়ে দিয়েছি,—হাত মচ্‌কে দিলুম। তিনটি দিন বিছানা থেকে আর উঠ্‌তে হবে না।

দত্ত

[অমিয়কে] দেখলে অমিয়,—বলেছিলাম কিনা ? পুরুষের যেমনটি হওয়া উচিত একেবারে সেই রকম। একটী রত্ন বল্‌লেই ঠিক হয়। কী রকম শরীর দেখেচ,—মাংসপেশীর বাঁধ দেখলে,—শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয়। আর তুমি ? [অমিয় হতাশ] লজ্জা পাওয়া উচিত। [পুরুষোত্তমকে] ইনি অমিয়,—আমার ছাত্র। খুব গোটাকতক পাশ করে এখন আমার কাছে রিসার্চ্চ করতে আসেন। অথচ সবচেয়ে যেটা বড় কথা সেদিকে কোনো লক্ষ্য নেই। সাধারণ বাঙ্গালী জাতের নির্ব্বুদ্ধিতা এর মধ্যে সম্পূর্ণ দেখতে পাবে। শরীর নেই, পড়াশুনা করেন,—পরীক্ষা পাশ করলে যেন মোক্ষলাভ হবে ? শরীর এসে গা'তে ঠেকেছে,—এবার বিসর্গ হয়ে একদিন ফুৎকারে উড়ে যাবে।

পুরুষোত্তম

এক গাড্ডা খেলে দিন হাত ছিট্‌কে পড়বেন, তা আবার পড়াশুনা। কুস্তি জানেন ? যুযুৎসু শেখা হয়েছে ? একবারে কটা বৈঠক দেওয়া হয় ? ক'ইঞ্চি বুকের ছাতি ফোলে ? পিঠে ক'মণ পর্যাস্ত ওঠানো হয় ?

অমিয়

আপনার কাছাকাছিও কি যেতে পারি,—আপনি হ'লেন গিয়ে এক প্রখ্যাত বীর। আখড়ার মাষ্টার নাকি আপনি?

পুরুষোত্তম

মাষ্টার নই তো কম হ'য়ে গেলাম নাকি? কেষ্ট মাষ্টারের একপাটী দাঁত উঠিয়ে দিয়েছিলুম থাবড়া মেরে,—চালাকি করতে আসে। ষষ্টিতলায় বারোয়ারীর সময় যাওয়া হয়েছে কখনো? প্রাণ মণ্ডলকে এক আঙ্গুলে থুব্‌ড়ে ফেলেছিলাম। জগৎ ঘোষের শালা এসেছিল বক্সিং করতে, নাক নিয়ে আর বাড়ি ফিরতে পারেনি। চণ্ডী গোয়ালা ডান হাতখানা আর নাড়াতে পারে না—বলি কার হাতে পড়েছিল যে নাড়াতে পারবে। শঙ্কর বারুবীর তলপেটে—

দত্ত

[অমিয়কে] কেমন, বলেছিলুম কিনা যে সত্যিকারের এক বীর দেখতে পাবে। এমন ছেলে বাঙ্গালীর গৌরব। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] এসো পুরুষোত্তম, বসবার ঘরে। তোমার সঙ্গে সে কথাটা সেরে ফেলা যাক। আর বিলম্ব নয়, দ্বিধা নয়।

পুরুষোত্তম

[উঠিয়া] হেঁ হেঁ,—তার জন্যই তো এসেছি,—সে কথা শুনতেই তো,—বিলক্ষণ,—নইলে আর ভোর না হতেই ছুটে আসব কেন?

[তাহাদের প্রস্থান]

অমিয় হাতের সমুখের বইগুলি ছুড়িয়া ফেলিয়া পাগলের মত উঠিয়া দাঁড়াইল। সর্বনাশের শিখরে দাঁড়ানর মতন। হতাশায় সে চুল টানিতে লাগিল। এমন সময় জগদীশের প্রবেশ।

অমিয়

[প্রায় আর্তনাদ করিয়া] সর্ব্বনাশ হ'লো ছোট মামাবাবু। আর উপায় নেই,—আর উপায় নেই কোনো। আমি কি করবো ভেবে পাচ্ছিনা,—নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। ছুটে গিয়ে ওর টুঁটি টিপে ধরবো নাকি? বাঁচান মামাবাবু,—বলুন আমি কি করবো,— এক্ষুনি, আর দেরি নয়।

জগদীশ

কেন হে, ব্যাপার কি। অত্যন্ত ক্ষেপে উঠেছ দেখা যায়।

অমিয়

ঐ পালোয়ানটাকে নিয়ে প্রফেসার দত্ত বিয়ের কথা দেবার জন্য বসবার ঘরে গিয়েছেন,—আমার সর্ব্বনাশের আর দেরি নেই। [উচ্ছ্বসিত ভাবে] যদি পারেন কিছু করুন, শীগগির,—এক্ষুনি।

জগদীশ

[পরিহাসের স্বরে] রিভলবার দিলে গুলি করতে পারবে? ছোরা বুকে বসিয়ে দিতে পারবে?

অমিয়

অসম্ভব নয়। কিন্তু তাতে কি আর লাভ হবে বলুন,—বকাসুর যাবে, তার বংশধরেরা তার স্থান পূর্ণ করতে আসবে। আমার পক্ষে এ-ও যা তারাও তাই।

জগদীশ

বলতুমই তো, বাপুহে, শরীরের অযত্ন করোনা,—বই ছেড়ে খেলো টেলো। তাতো আর শোননি। এখন আর—

অমিয়

ঘাট হয়েছে মামাবাবু,—সে অপরাধের আর তুলনা নেই। আপনি এর একটা উপায় করুন, এক্ষুনি আমি ডেভেলেপার কিনে নিয়ে টান্‌তে সুরু করবো। একমাস,—শুধু একমাস সময় দিন,—তখন দেখতে পাবেন।

জগদীশ

একটা মাত্র উপায় দেখতে পাচ্ছি। তুমি আর আমি এতক্ষণ সে বিষয়েই পরামর্শ করছিলুম। জানোই তো দাদা কি রকম কড়া মানুষ,—কথা বলে তাঁর মত বদ্‌লানো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও কাজ নয়।

অমিয়

[রুদ্ধশ্বাসে] তবে ?

জগদীশ

তোমাকে কুস্তি করতে হবে। শুধু কুস্তি করা নয়, কুস্তি করে জিততে হবে। তবেই যদি এর কোনো বিহিত হয়।

অমিয়

[অবাক্ হইয়া তারপর] কুস্তি! আমি কুস্তি করবো? কার সাথে?

জগদীশ

কার সাথে আর,—ওস্‌মানের সাথে। দুর্গেশনন্দিনী পড়েছ তো?

অমিয়

[বিস্মিত] কুস্তি করবো ঐ পালোয়ানের সাথে? মামাবাবু আপনি বলেন কি? ও যদি শুধু আমায় জাপটে ধরে, তবে হাড়-গোড় অচূর্ণ

অবস্থায় দম নিয়ে ফিরে আসা অন্তত আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। ওকি মানুষ নাকি? কালনেমির প্রপৌত্র। [তারপর শঙ্কিতভাবে] আপনি তো জানেন না, ওযে কত লোকের হাত মচকে দিয়েছে, নাক থুবড়ে দিয়েছে, দাঁতের পাটি উঠিয়ে ফেলেছে, তলপেটে ঘুষি চালিয়েছে, তার ঠিক নেই। নিজে এতক্ষণ ধরে তার সবিস্তার কাহিনী বলছিল। ওর সঙ্গে কুস্তি করে আমার কি লাভ?

জগদীশ

সে হবে 'খন। কিন্তু কুস্তি তোমাকে করতেই হবে। নইলে তোমার উদ্ধারের আর পথ নেই। না হয় এরই মধ্যে তোমাকে একটু শিখিয়ে টিকিয়ে দিচ্ছি। চটপট কিছু শিখে নাও।

অমিয়

[হতাশ হইয়া] তার চেয়ে পিস্তলই দিন একটা,—গুলিই করবো। মোষের মাথার ভিতর দিয়ে একটা গুলি ছুঁড়ে খুলিটা—

[সুমিতার প্রবেশ। আধুনিক মেয়ে। দেখিতে ভালোই বলতে হবে। মুখের আকৃতিটা ভারী সুন্দর। কিন্তু তাতে একটা বেদনার ছায়া লক্ষ্য করা যায়। তাকে দেখিয়া অমিয় সহসা তার সাক্রোশ কথা থামাইয়া চুপ করিল। সুমিতা আগাইয়া আসিয়াছে]

জগদীশ

[সুমিতাকে] দেখ্ তোর রাজপুত্তুর [সুমিতা জিভ বাহির করিয়া ভেঙ্চাইল] কি রকম খেপে গিয়েছে। কুস্তি করবে না,—একেবারে রক্ত চাই। পিস্তল ছুঁড়ে অমন যে বাঙালী জাতির আশা ভরসার স্থল ঐ ষণ্ডকুমার,—না পুরুষোত্তম,—কি ওর নাম?—তার মাথার খুলি ফুটো করে দিতে চায়।

সুমিতা

[অমিয়র দিকে অনুনয়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া] না, দেখুন, কুস্তিই করুন।

অমিয়

কুস্তি? আমি পারবো না কি?

সুমিতা

আপনার কিছু ভয় নেই,—না ছোট মামা?—তুমিই তো সব ঠিক করে রাখবে।

জগদীশ

তোরা যে একেবারে থিয়েটার করছিস,—লজ্জাও করে না মাগো। এ কালের যেমন ছেলেগুলি, তেমনি মেয়েগুলি।

সুমিতা

তোমাদের কালে খুব ভালো ছিল কিনা! এতে কি লজ্জার কথা? যার তার সঙ্গে বড় মামাবাবু আমাকে ধ'রে বিয়ে দেবেন,—অমিয়বাবু যদি বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করেন তবে বুঝি দোষ হলো।

জগদীশ

[ব্যঙ্গস্বরে] আহা, অমিয় বাবুর আর কোন উদ্দেশ্যে নেই, যত রাজ্যের বিপদগ্রস্ত মেয়েদের উদ্ধার করার ব্রত নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে পড়াশুনা করতে ছুটছেন। [সুমিতা জিভ ভেঙ্‌চাইল। অমিয় গম্ভীর ভাবে ঘড়ির সময় দেখিতে লাগিল] শোনো ছোকরা, তুমি নিতান্ত কাপুরুষ,—জগৎসিংহের কাছাকাছিও নও,—একটা কুস্তি করার সাহস

পর্যান্ত জোগাড় করতে পারলে না। [সুমিতার দিকে কটাক্ষ করিয়া] তবে নিতান্ত আমার ভাগ্যের ঠেকা—ভেবে চিন্তে একটা বিহিত করেছি। কুস্তি তোমাকে করতেই হবে—

অমিয়

[শঙ্কিত] আমাকে ?

জগদীশ

হ্যাঁ, তোমাকে। দাদার কাছে প্রমাণ করতে হবে যে ষণ্ডকুমারের চেয়ে তুমি কম ষণ্ডা নও,—গায়ের জোরে তাকে চিৎপটাঙ্ করতে পার। [অমিয় কি বলিতে উদ্যোগ করে] আরে, ঘাবড়িও না। যাতে তোমার পাঁজরা না ভাঙে, হাত না মটকায়, দাঁতের পাটি খসে না আসে তার একটা ব্যবস্থা করা যাবে। শুধু ভয় না পেয়ে তোমাকে কুস্তি সুরু করতে হবে।

সুমিতা

[অমিয়কে] আপনি কিছু ভয় পাবেন না,—ছোট মামা চুপে চুপে সব ঠিক করে রাখবে। আপনাকে শুধু কুস্তির অভিনয় করতে হবে। তাতেই হ'য়ে যাবে সব। [অমিয় শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল]

জগদীশ

[সুমিতাকে] তবে তুই ঠিক থাক্ সুমি,—আমি ষণ্ডকুমারকে নিয়ে আসি। দাদা স্নান করতে গেলেই হয়।

সুমিতা

মাগো, আমার লজ্জা করে।

জগদীশ

যা যা ন্যাকামী করিস না। লজ্জা যদি আরেকটু বেশী থাকতো, তবে বেঁচে যেতিস,—[অমিয়কে দেখাইয়া] এমন অপদার্থকে ইচ্ছে করে ঘাড়ে টানার দুর্ভাগ্য এড়ান যেত। [সুমিতা অন্য দিকে মুখ ফিরাইল] কি, ওকে অপদার্থ বলাতে রাগ হয়েছে বুঝি,—যাও না হয় রাজপুত্রই হলো। [অমিয়কে] শোনো বাপু, এই আমি ষণ্ডকুমারকে আনতে চল্লুম। তুমি এ-ঘর থেকে এখন খসে পড় তো,—তারপর দরকার হলে ডেকে আনা যাবে।

[প্রস্থান]

অমিয়

[মৃদু হাসিয়া] ছোট মামা কি বলছিল জানো। তুমি নাকি কাঁদছিলে ? কাঁদছিলে নাকি ?

সুমিতা

কাঁদবো ? বাঃ রে, কাঁদতে যাব কেন,—আমার কাঁদবার কি হয়েছে ?

অমিয়

[শঙ্কিত ভাবে] শেষে ও পালোয়ানটার সাথেই যদি তোমার বিয়ে দিয়ে দেয় ?

সুমিতা

ভালই তো। চোর ডাকাত গুণ্ডার ভয় করতে হবে না,—দারোয়ান রাখার পয়সা বেঁচে যাবে। সে পয়সা দিয়ে চোকোলেট কিনব। খাবে তুমি ?

অমিয়

[মৃদু দুষ্টুমির সুরে] চোকোলেটের উপর আমার লোভ নেই।

সুমিতা

তবে টফি, লজেন্স ?

অমিয়

ও-সব অবান্তর। তার চেয়ে—

সুমিতা

উঃ, একটা ঘুষি মেরে তুমি যদি ওর নাকটা থেঁৎলে দিতে পারতে, তবে কি মজাই হতো। কি অসভ্য জানো ? আমার ঘরের তলায় এসে বাঁশিতে খেমটার সুর বাজায়,—জানোয়ার। তুমি কিন্তু খুব কষে কুস্তি লড়বে।

অমিয়

কী দারুণ একটা হাস্যকর ব্যাপার হবে সেটা !

সুমিতা

হোক গে। বয়ে গেল।

অমিয়

[ক্ষণকাল সুমিতার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কোমল গলায়] সুমি ?

সুমিতা

কি ?

অমিয়

কিছু নয়,—শুধু সুমি।

সুমিতা

যাঃ। [অসন্তুষ্টির অভিনয় করিয়া] নাম ধরে বড় ডাক যে! আস্পর্দ্ধা!

অমিয়

একশো বার ডাকবো,—সুমি সুমি সুমি সুমি, সু—

সুমিতা

[শঙ্কিত ভাবে] ঐরে ওরা আসছে,—শীগগির তুমি পালাও,—তাড়াতাড়ি।

[অমিয়ের প্রস্থান]

[পুরুষোত্তমকে লইয়া জগদীশের প্রবেশ]

জগদীশ

[সুমিতার দিকে আগাইয়া আসিয়া পুরুষোত্তমকে] একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ুন, নরোত্তম বাবু।

পুরুষোত্তম

[শুদ্ধ করিয়া] পুরুষোত্তম।

জগদীশ

বেশ বেশ, না হয় পুরুষোত্তমই হলো। [সুমিকে দেখাইয়া] বুঝতেই পারছেন এ কে?

পুরুষোত্তম

বিলক্ষণ, তা আর পারছি না। হেঁ হেঁ।

জগদীশ

বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র-পাত্রীতে জানা শোনা হয়, এটা আমরা ভালো মনে করি। পরস্পরের গুণাবলী এবং ব্যবহার তাতে জানা যায়। তাছাড়া আপনার গুণ জানলে কোন্ মেয়ের না শ্রদ্ধা হবে।

পুরুষোত্তম

[সুমিতাকে] আমাকে দেখে লজ্জা পাবেন না, সহজ-ভাবে বাক্যালাপ করুন। কেন লজ্জাটা কিসের। দেখুনই না চেয়ে [দেখাইয়া] এই মাসলটা বাইসেপ,—অর্ডার করলে ধাই ধাই করে নাচতে সুরু করবে। আর [দেখাইয়া] এই ট্রাইসেপ,—দেখেছেন কখনো এমনটা? বাঙালীর মধ্যে এমন কটা আছে? পেট কুঁচকে সারেঙ্গী বানিয়ে দেবো? পায়ের মাস্‌ল্ দেখতে ইচ্ছে আছে? [তাদের দিকে পিছন দিয়া দাঁড়াইয়া কাপড়টা টানিয়া হাঁটুর ওপরে উঠাইয়া] এই যে পায়ের মাসল [সুমিতা হাত দিয়া চোখ ঢাকিল] টেনে কাঁধে তুলতে পারি। [ফিরিয়া] পছন্দ হয়? ক' গণ্ডা লোকের নাক থুবড়েছি, ক ডজন—

জগদীশ

চমৎকার—চমৎকার। শুনে আপনি খুসি হবেন, আমার ভাগ্নী সম্পূর্ণ মুগ্ধ হয়েছেন, চমৎকৃত হয়েছেন। তিনি আমাকে দিয়ে তার অভিনন্দন জানাচ্ছেন, আপনার মত বীর পুরুষকে। আমি নিজেও গৌরবান্বিত বোধ করছি যে—

পুরুষোত্তম

থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না। আমার আবার বিনয় বড় বেশি। কত প্রশংসাই তো কত গণ্ডা করতে আসে—কিন্তু আপনাকে বলতে কি

মাইরি সে আমি নিই না! তবে [সুমিতাকে দেখাইয়া] তবে ওনার কথা সতন্তর—হেঁ হেঁ।

জগদীশ

তা বৈ কি। তা বৈ কি। আমার ভাগ্নী তো এরই মধ্যে আপনাকে ভক্তি করতে সুরু করেছে। শ্রদ্ধা হওয়ারই তো কথা। বললে লজ্জা পাবেন না, কাল তো [সুমিতাকে দেখাইয়া] শ্রীমতী দরজা ফাঁক করে আপনাকে দেখছিল। তাই দেখে আজ আমি কাছেই নিয়ে এলাম। ক'দিন পরে যিনি ইষ্টিদেবতা হয়ে উঠবেন তার কাছে আবার সঙ্কোচ কিসের। কেমন কিনা নরোত্তম বাবু?

পুরুষোত্তম

[শুদ্ধ করিয়া] পুরুষোত্তম।

জগদীশ

বেশ বেশ, পুরুষোত্তম,—দিব্বি নামটা। আমার ভাগ্নী খুব প্রশংসা করছেন [সুমিতায় লজ্জার অভিনয়]

পুরুষোত্তম

ওনার পছন্দ হলেই হয়।

জগদীশ

[একবার সুমিতার দিকে চাহিয়া পুরুষোত্তমকে] আজ কিন্তু ভোর থেকে উঠেই [সুমিতাকে দেখাইয়া] ওর মনটা খারাপ। রাত্রে কি স্বপ্ন দেখেছে জানেন? দেখেচে, ওর মা যেন স্বর্গ থেকে বলচে,—তোকে বিয়ে করবার জন্য দুইটী ছেলে উদ্‌গ্রীব হবে,—তাদের মধ্যে যেটিকে বিয়ে

করলে তোর মঙ্গল হবে তাকে চেনা কঠিন। তবে তাদের দুজনের মধ্যে যদি কুস্তি হয় তবে যেটি হেরে যাবে, জানিস্ সেই তোর যোগাপাত্র। তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করিস নে। সেই থেকে আমার ভাগ্নীর মন খারাপ। নইলে আপনাকেই তো ও মনে মনে বরণ করেছিল। এখন কি উপায় করা যায় বলুন তো?

পুরুষোত্তম

বিশ্রী একটা স্বপ্ন! [ভাবিয়া] তবে উপায় আর থাকবে না কেন? পড়াশুনা ঘেন্না করেই করিনি, নইলে বুদ্ধিতে কোন্ এম্-এ, বি-এ আমার সঙ্গে পারে মশায়? ওনাকে বিয়ে করবার আর কার আস্পর্দ্ধা? চেনেন নাকি সেটাকে?

জগদীশ

চিনি বৈকি। ল্যাঙলা পটাঙ হাড়গিলের মতন একটা ছোকরাকে দাদার সঙ্গে একটু আগে এখানে বসে থাকতে দেখেন নি?

পুরুষোত্তম

নিয়ে আসুন সেটাকে। [সুমিতাকে] তোমার [সুমিতা শিহরিয়া উঠিল] ভাবনা কি। লড়ব তার সঙ্গে কুস্তি। পাঁজরা ভেঙে, হাত মচকিয়ে, নাক থুবড়ে জড়ভরত করে রাখতে পারি। কিন্তু অত বোকা নই। হেরে গিয়ে ব্যাটা দাও মারবে, সেটি হবে না।

সুমিতা

[উল্লসিত ভাবে] ঠিক ঠিক কিন্তু হেরে যাবেন। নইলে মায়ের স্বপ্নাদেশ তো আর আমি অমান্য করতে পারি না।

পুরুষোত্তম

সব ঠিক হবে,—কিছু ভয় করতে হবে না। কুস্তিতে কোনো শালা কোনোদিন হারাতে পারেনি, —কিন্তু তোমার জন্যে,—বুঝলে না?

জগদীশ

তবে বেশ, তাই ঠিক রইল। এখনি কুস্তিটা আমি ঘটিয়ে দিই। ভাগ্নীটাকে আর দ্বিধার মধ্যে রেখে কোনো লাভ নেই। কেমন কিনা? [পুরুষোত্তম সম্মতির ঘাড় নাড়িল] তবে একটু এ-ঘরে আসুন দেখি। [সুমিতার দিকে আপ্যায়নের হাসি হাসিয়া পুরুষোত্তম জগদীশের সঙ্গে প্রস্থান করিল।

একটু পরে সুমিতার প্রস্থান। তখন অন্য দ্বার দিয়া প্রফেসার দত্তের ও জগদীশের পুনঃ প্রবেশ]

দত্ত

[নিজের চেয়ারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে] সেটা একটা পাপ হবে,—পাপই হবে, তা জানো। পাপ নয়ত কি? পিঁপড়ার শাবক মানুষ হতে পারে কখনো? অমিয়র সঙ্গে ভাগ্নীর বিবাহ দেব,—কেন আমার কি কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে? ভবিষ্যৎ মানববংশের অধঃপতনে যারা সাহায্য করছে, তার মধ্যে একজন সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক যাবে কোন্ আক্কেলে?—তার কি দুটো কানই কাটা? তবে? তবে আর কি। এ তোমার অত্যন্ত অসঙ্গত অন্যায় আব্দার।

জগদীশ

আপনি জানেন না দাদা, দেখতে ঐ রকম রোগাপট্‌কা হলে কি হয়, ছোকরার গায়ে কিন্তু দারুণ জোর। তিন তিনটা গুণ্ডার হাত থেকে ও

একদিন একটি মেয়েকে রক্ষা করেছিল, তা শোনেন নি বুঝি। পত্রিকাতে তখন ওর মুষ্টিবিদ্যার খুব প্রশংসা বেরিয়েছিল। তা হবে না কেন? রীতিমত অভ্যাস করে। তাছাড়া গোপনে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ছোকরা সমানে দুই ঘণ্টা রোজ ডেভেলাপার টানে। পুষ্ট শরীর ও পছন্দ করেনা বলেই অমন রোগা দেখতে, নইলে দেখেন নি তো, কি রকম ডুমো ডুমো মাংসপেশী।

দত্ত

[অবজ্ঞার সুরে] হুঁঃ,—হাতীর কাছে ইঁদুর,—ঘোড়ার কাছে খরগোস,—আর মানুষের কাছে কি জানো,—মর্কট।

জগদীশ

এই ধারণা আপনার ভুল। আপনার ছাত্রটিকে আপনি জানেন না,—অসাধারণ শক্তি রাখে সে। ঐ যে পালোয়ানটাকে এনেছেন, দেখতেই ঢোসকা,—তার জায়গায় অমিয়,—একেবারে পাকা বানানো শরীর,—অসুরের মত শক্তি রাখে। ভবিষ্যতের বাঙালী এমনি হলেই ভাবনার আর কারণ থাকবে না। মস্ত প্রকাণ্ড একটা লাশ দিয়ে স্থানাভাবের সৃষ্টি না করে ছোট্ট শরীরের মধ্যে ইঞ্জিনের শক্তি জমিয়ে রাখবে,—আর দরকার হলেই কাজে লাগাবে। প্রত্যয় না হয়, এক্ষুণি শক্তি-পরীক্ষা করে দেখুন। না জেনে একজনের ওপর অন্যায় করা ঠিক হবে না।

দত্ত

শক্তি পরীক্ষা? অমিয়কে ও কি করতে পারে জানো? ময়দা ঠুসে দিতে পারে,—হালুয়া বানাতে পারে,—ছাতু করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারে।

জগদীশ

তবে এক্ষুনি আপনার ভ্রান্ত ধারণা দূর করে দিচ্ছি। আপনার ছাত্র হলে কি হবে, অমিয়কে আপনি মোটেই চেনেন না। শক্তির গর্ব্ব করেনা বটে,—কিন্তু চুপে চুপে ও একটা ভীমসেন। আপনার সম্মুখেই তা প্রমাণ করিয়ে দিচ্ছি। [চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া] নিজেই তখন বুঝ্‌বেন সুমির সে যোগ্য বর কিনা। [প্রস্থান]

[দত্ত একটা বই টানিয়া তাতে মনোনিবেশ করিলেন।

দত্ত

[কি জানি পড়িয়া ভারি উল্লসিত ভাবে চোখ উঠাইয়া] ঠিক! এই কথা কিছুকাল হয় আমিও ভাবছিলাম। মুখচুম্বন অত্যন্ত জঘন্য অভ্যাস, —তাতে এই শুধু লাভ যে একজনের শরীরের রোগের জীবাণু অন্যের দেহে সংক্রমিত হয়,—বাস্ এই।

একটা তোষক বহন করিয়া জগদীশের প্রবেশ,—তার পিছনে পিছনে পুরুষোত্তম। একদিকের দরজা একটু ফাঁক হইয়া গেল,—দেখা গেল সুমিতাকে।

সুমিতা

[মৃদু-গলায় পুরুষোত্তমকে] দেখবেন আবার জিতে যাবেন না যেন। তা হলে সর্ব্বনাশ হবে [পুরুষোত্তম আপ্যায়নের হাসি হাসিয়া ঘাড় নাড়িল]

জগদীশ তোষকটা ঘরের মধ্যখানে বিছাইয়া দিল,—তখন অন্য দুয়ার দিয়া অমিয়ের প্রবেশ

জগদীশ

[পুরুষোত্তমকে] তবে আর দেরি কি নরোত্তমবাবু,—

পুরুষোত্তম

[শুদ্ধ করিয়া] পুরুষোত্তম।

জগদীপ

বেশ বেশ, পুরুষোত্তমই হলো,—সুন্দর নামটি। বিলম্বে আর প্রয়োজন কি,—লেগে যান্।

পুরুষোত্তম

কিছু না, কিছু না [বুক থাপ্ড়াইয়া] কাম্ অন্ [অমিয় প্রায় ঘাব্ড়াইয়া যাইবার জোগাড়] কাম্ অন্ !

জগদীশ

[কাছে আসিয়া অমিয়কে প্রায় ঠেলিয়া দিয়া মৃদুস্বরে] আগা যাওনা, —কোথাকার ভীরুরে,—অমন জবুথবু কেন, বুক উঁচু করো না হে। [সাহস পাইয়া বুক উঁচু করিয়া অমিয় আগাইয়া গেল।]

জগদীশ

[হতাশার মৃদুস্বরে] আরে যা গেল, এটা কিছুই জানে না যে। মালকোচাটা মারো,—কোচা ঝুঁলিয়ে কুস্তি হয় নাকি কোথাও ? আর খালি গা হতে ভয় পাও তো অন্ততঃ পাঞ্জাবীর হাতটা গুটিয়ে নাও। [অমিয়ের তথাকরণ]

পুরুষোত্তমের হুঙ্কার ও বুক এবং হাঁটু চাপড়ান দেখিয়া অমিয়ের তো অবস্থা শোচনীয়। তবু একটু ভয় টয় করিয়াও সে একবার চোখ বুজিয়া পুরুষোত্তমকে গিয়া জাপটাইয়া ধরিল। কতক্ষণ কুস্তি চলিল। দেখিয়া মনে হইল পুরুষোত্তম ইচ্ছা করিলে অমিয়কে ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু তা হইলে কি হয়। সহসা একটা আর্তনাদ করিয়া পুরুষোত্তম চিৎ হইয়া পড়িল। অমিয় তখন বিজয়ী বীরের মত তার বুকে চাপিয়া বসিল।

জগদীশ

[অমিয়কে] থাক থাক, যথেষ্ট হয়েছে,—আর প্রয়োজন নেই।

অমিয়

[বীরের মত] না আমি এক্ষুনি ছাড়ব না,—আরও ঠুসে দেব।

জগদীশ

[অমিয়কে টানিয়া উঠাইয়া] আহাঃ কি করো।

পুরুষোত্তম উঠিয়া দাঁড়াইয়া গা হইতে ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে যে-দরজার কাছে সুমিতা দাঁড়াইয়াছিল সেদিকে ফিরিয়া দন্ত-বিকাশ করিল।

দত্ত ইঙ্গিতে জগদীশকে ডাকিলেন,—তারপর শোনা যায় না এমন-স্বরে তাকে কি বলিলেন।

জগদীশ

[ফিরিয়া আসিয়া পুরুষোত্তমকে] একটু বাইরে এসে শুনে যান তো নরোত্তমবাবু—

পুরুষোত্তম

[শুদ্ধ করিয়া] পুরুষোত্তম।

জগদীশ

বেশ বেশ পুরুষোত্তমই হ'লো,—চমৎকার নামটি। আসুন মশায়,—একটু তাড়াতাড়ি আছে। বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন না।

পুরুষোত্তম

হেঁ হেঁ,—চলুন। কেমন ঠিকটি করেছি তো?

[জগদীশ ও পুরুষোত্তমের প্রস্থান]

দত্ত

[অমিয়ের দিকে ফিরিয়া] বড়—বড় আনন্দ দিলে। আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি। দেহ হচ্চে সব চেয়ে বড় কথা, তাকে তুমি অবহেলা করোনি তাতে আমি তোমাতে যারপরনাই গর্ব্ব অনুভব করছি। [উঠিয়া] তুমি একটু অপেক্ষা কর,—আমি ঐ বিরাট্-দেহ অপদার্থটাকে বিদায় করে আসছি।

[প্রস্থান]

তখন অন্য দুয়ার খুলিয়া সুমিতা প্রবেশ করিল।

অমিয়

[প্রায় থিয়েটারী সুরে] বীর,—আমি বীর,—অত্যন্ত বেশী রকম বীর সুমি! কেমন বীর নই?

সুমিতা

উঃ কুস্তির আগে কী যে কাঁপ্‌ছিলে, দেখে হাসিতে আমার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবার জোগাড়।

অমিয়

[হাসিয়া] কিন্তু কি রকম হারিয়ে দিলুম সেটা দেখতে হবে তো।

সুমিতা

হুঁ, তা বৈকি।

অমিয়

এইবার?

সুমিতা

[ঔদাসীন্য অভিনয় করিয়া] এইবার আর কি। তুমি বই ঘাঁটবে,—আর আমি লেস্ বুনবো। আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টাটি করো না কিন্তু।

অমিয়

ঈস্,—তাই না আরো কিছু।

সুমিতা

[দুষ্টুমি করিয়া] ছোটমামা তোমাকে কি বলেছে মনে আছে তো,—অপদার্থ।

অমিয়

কিন্তু শেষে শুদ্ধ করে কি বল্লে,—রাজ—

সুমিতা

যাঃ।

অমিয়

সুমি?

সুমিতা

কি?

অমিয়

কিছু নয়, শুধু সুমি।

সুমিতা

ভারী আস্পর্দ্ধা বেড়েছে,—বড় নাম ধরে ডাক যে।

অমিয়

একশোবার ডাকব,—সুমি সুমি সুমি সু—[সুমিতা মুখ ভেঙ্‌চাইয়া দৌড়াইয়া পালাইল। অমিয় দরজা পর্য্যন্ত তাকে অনুসরণ করিল,—সুমিতা তখন ঘরের বাহির হইয়া গেছে।]

অমিয়

[দরজার কাছে দাঁড়াইয়া] সুমি, লক্ষীটি শোনো—শুনে যাও—

বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। অমিয় তাড়াতাড়ি হাত দিয়া চুলটা ঠিক করিয়া, রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া দরজার আরো কাছে আগাইয়া গেল।

অমিয়

[সহাস্য মুখে] সুমি।

গোঁপ পাকইতে পাকাইতে অধ্যাপক দত্ত প্রবেশ করিলেন। অমিয় নিরুৎসাহ।

দত্ত

[নিজের চেয়ারের দিকে আগাইয়া গিয়া] নাও,—এসো। পড়াশোনায় বড় অবহেলা করা হচ্ছে।

অনিচ্ছা পরিস্ফুট গতিতে হাঁটিয়া আসিয়া অমিয় চেয়ারটা টানিয়া বসিয়া পড়িল। ভিতরে একটা এস্রাজের সুর।

যবনিকা

জগদম্বা সেন

চরিত্র

শম্ভু	বেকার যুবক
কুমুদেশ	
অজিত	ঐ বন্ধু
সুকুমার	
ম্যানেজার	মেসের ম্যানেজার
সত্য	ঐ সহকারী
পাচক, ভৃত্য	

প্রথম দৃশ্য

জগদম্বা মেসের ঘর। শম্ভু একা একটা ভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া আছে।

শম্ভু

নাঃ কম্যুনিষ্টই শেষকালটায় হয়ে যেতে হবে। এমন অনিচ্ছুক বেকার-অবস্থা এমন শোচনীয়ভাবে চলতে থাকলে ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্‌-এর মধ্যে কিছুতেই আর থাকা পোষায় না। যত ব্যাটা লক্ষ্মীছাড়া চাকরির মালিক শালা শালীপো ঢুকিয়ে পারিবারিক বেকার-সমস্যার সমাধান করছে,—আমাদের ফাঁ। ফাঁ। করে রোদ্দে বেড়ানই সার।

গুণগুণ করিয়া একটু গান সুরু করিল। তারপর সহসা থামিয়া গেল—

শম্ভু

গান ফান ভাল্লাগে না মাইরি। টাকা নেই, পয়সা নেই—একেবারে জড়ভাব অবস্থা যাকে বলে। একমাসের মধ্যে একটা আইস্‌-ক্রীম্‌ পর্য্যন্ত খেতে পারিনি,—সিনেমা দেখা তো দূরের কথা। আর এই জগদম্বা মেস্‌-এ যে কত বাকী পড়েছে হিসেব করতে ইচ্ছে হয় না। মন খারাপ হয়ে যায়।

একটু শিষ দিল।

শম্ভু

'কেতকী'-সম্পাদকের জন্য আবার একটা কবিতা লিখে দিতে হবে। বাংলা কাগজে লেখা, না ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। অন্ততঃ শ্রীভারত রেকর্ড কোম্পানীতে যদি দুএকটা গান রেকর্ড করবার জন্য নিত

তবু রয়াল্‌টি হিসাবে দুচার পয়সা পাওয়া যেত। আশ্চর্য্য, ছ-ছটা গান পাঠালুম তাদের একটাও পছন্দ হলো না। এখানেও আবার প্রায় সেই শালাশালীপোর ব্যাপার কিনা।

আর একটু শিষ দিল।

শম্ভু

অনাহারী ব্যাপার হলেও 'কেতকী'-সম্পাদককে পৃষ্ঠার পাদপূরণের জন্য একটা কবিতা লিখে পাঠাতে হবে। আর কিছু না হোক, কবি হিসেবে একটু পাবলিসিটি হয়। তবে এই পাবলিসিটিরই বা কী মূল্য! রেকর্ড-কোম্পানীর মালিকেরা আর কখনো মাসিক কাগজ পড়ে না যে কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে রেকর্ড করতে নেবে।

গুণগুণ করিয়া কোনও কবিতার ধুয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল।

শম্ভু

দূর ছাই, কোনও কিছু যদি মনে আসে। পকেটের যা অবস্থা তাতে 'ভাবের মাথায় লাঠি মারলে দেয় না কো সে সাড়া।' পয়সার inspiration না থাকলে প্রেম আসে না, জোৎস্না চোখে পড়ে না, এমন কি ফুলের গন্ধ পর্য্যন্ত নাকের ভেতর প্রবেশ করতে পারে না।

গান

তোমার কথা ভাববো প্রিয়া
সময় কোথা পাই ?
অর্থাভাবের অনর্থেতে কবিত্ব আর নাই।

বাঃ, বেশ গানটা লিখেছিলুম।

পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে গেল পেরেকটাতে বেঁধে,
ধুতিগুলি জীর্ণ হয়ে বসেছে সব যেতে,
জুতোটাতে তালির সংখ্যা উঠছে বেড়ে ছাই!
এদের জ্বালায় শুকিয়ে গেলেম
কবিত্ব আর নাই॥

অর্থাভাবে প্রেম ঢাকা পড়ে যায়, দক্ষিণ বাতাস গায়ে লাগে না।

প্রিয়া তোমার চোখের ভুরু ইন্দ্রধনু-বাঁকা,
প্রিয়া তোমার চোক দুখানি কাজল দিয়ে আঁকা,
এ-সব কথা ভাবার সময় ছিল আমার মানি
তখন তো আর ছিল নাকো টাকার টানাটানি।
অর্থাভাবের ভস্মতলে তোমার বর্ণ ঢাকা,
প্রিয়া তুমি পরের কথা, তোমার আগে টাকা।

এখন কঠিন বাস্তবের সঙ্গে ঠোকর খেয়ে ওসব মোলায়েম জিনিষ আর্ত্তনাদ করে উঠেছে।

ওঠে যদি উঠুক হাওয়া, আমার তাতে কি
ফোটে যদি কদম ফুটুক, ফুটুক কেতকা।
আমি বসে' ভাববো তখন,—তোমার কথা নয়—
ভাববো তখন কাপড় জামার দুরবস্থা, উপবাসের ভয়।
মগজ আমার উষ্ণ তখন দরখাস্ত লিখি
দখিণ হাওয়া উঠ্‌লে পরে, আমার তাতে কি?

অতএব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে হল যে—

অর্থাভাবে প্রেম জমে না রূপ খোলে না ভাই,
কিনব শাড়ি প্রিয়ার তরে অর্থ কোথায় পাই!
অঙ্গরাগের সঙ্গে প্রিয়া মুদ্রা মাখ মুখে,
টাকা দিয়ে কিনতে হবে যে-হার দোলে বুকে!
তপস্যা মোর দিবানিশি টাকার জন্য তাই,
তোমার কথা ভাববো প্রিয়া সময় কোথা পাই?

চটির শব্দে শম্ভু ফিরিয়া তাকাইল। ঘরে প্রবেশ করিলেন মেস-এর ম্যানেজার-বাবু।

শম্ভু

এই যে ম্যানেজার বাবু, আসুন, আসুন। সুপ্রভাত সুপ্রভাত। রাতে বেশ ঘুম হয়েছিল তো?

ম্যানেজার

তা হয়েছিল। রোজই যে এই কথা জিজ্ঞেস করেন, শম্ভু বাবু?

শম্ভু

সত্যি বলছি ম্যানেজার বাবু, আপনার চোখ দেখলেই কেন জানি আমার মনে হয় বহু বৎসরের সঞ্চিত এবং দুশ্চিন্তা-সম্ভূত অনিদ্রা ওতে কায়েমী হয়ে বসে আছে। নেশাটেশা আপনি নিশ্চয়ই করেন না?

ম্যানেজার

ও-কথা জিজ্ঞেস করবেন না শম্ভু বাবু। এ-দিকে আপনার কিছু সুবিধে হলো?

শম্ভু

তা প্রায় হয়ে এসেচে। আর ভাবনার কিছু নেই। আপনাদের শুভেচ্ছায় শীগগিরই টাকার কিছু অভাব থাকবে না। শ্রীভারত রেকর্ড কোম্পানী—

ম্যানেজার

বলছিলুম কিনা, কিছু টাকা পয়সা না দিলে—

শম্ভু

[তাড়াতাড়ি] শ্রীভারতের রেকর্ড নিশ্চয়ই আপনার ভালো লাগে ম্যানেজার-বাবু? যেমন ওদের সুর, তাল, মান, লয়,—তেমনি চমৎকার রেকর্ডিং। সেই গানটা, শুনেছেন তো—'ভাঙ্গা মেঘে চাঁদের হাসি?'—বা "বাদল বায়ু কাজল নভে?

ম্যানেজার

এবার কিছু টাকা পয়সা না দিলে বড়ই অসুবিধে হয়। গত তিন মাস—

শম্ভু

সত্যিই বলেছেন। —শ্রীভারত কেবল প্রথম শ্রেণীর গান রেকর্ড করে,—যা-তা বাজে জিনিষ বাজারে বের করে না। ওদের গানের সব পদগুলি লক্ষ্য করেছেন তো?

ম্যানেজার

গত তিন মাস ধরে পাই পয়সাটি আপনি দেন নি। এমন হলে আপনিই বলুন—

শম্ভু

যা বলেছেন। আর ভাবনা নেই,—শ্রীভারত আমার লেখা কয়েকটা গান খুসির সঙ্গে মনোনয়ন করেছে। আর ভাবনা কি,—রয়্যালটি অল্পদিনের ভিতরেই পেতে সুরু করবো।

ম্যানেজার

আমাকে এমনি ছেলেমানুষ পেলেন মশায়? রেকর্ডের আয় থেকে আপনার চুরুটেরই কি খরচ উঠবে যে আমার পাওনা শোধ করবার আশ্বাস দিলেন? ভাতের ব্যবসা করে এগের কাছটায় চুল পাকিয়ে ফেল্লুম, আর আয়ের উপায় দেখাচ্ছেন আপনি আমাকে?

শম্ভু

কেবল কি এই! আরো নানান সব উপায়ের উৎসগুলি প্রস্তুত হয়েই আছে। শুধু মাসখানেক অপেক্ষা করুন,—কড়ায় গণ্ডায় মায় সুদের সঙ্গে আপনার পাওনা শোধ না করি তো আমার নাম শম্ভু চাটুয্যেই নয়।

ম্যানেজার

দেখুন, ও সব ছেঁদো কথায় ভুললে জগদম্বা মেস্‌ আমার অনেক আগেই বন্ধ করে দিতে হতো। পরশু পর্যান্ত আপনাকে সময় দিলুম। ব্রাহ্মণের ছেলে,—এদ্দিন আছেন—আধাআধি দিয়ে দিতে পারেন তো আর অপ্রীতিকর কিছু করতে হয় না। নইলে সেদিনই অন্যত্র উঠে যাবার যোগাড় করবেন। তবে দয়া করে ট্রাঙ্কটা সরাবার চেষ্টা করবেন না,—তিন মাসের পাওনা আমার প্রাপ্য আছে, সেটা না ভোলেন।

নিচের দারোয়ানকে অবশ্য বলে রেখেছি,—তবে ব্রাহ্মণের ছেলে, আশা করি ধার হাওলাত করে' অর্দ্ধেকটা দিয়ে দিতে পারবেন। এদ্দিন আছেন, অন্য কোথাও আর যেতেও হয় না।

শম্ভু

কতটাকা পাওনা হয়েছে শুনি?

ম্যানেজার

সতেরো টাকা হিসেবে তিন মাসের হলো গিয়ে তিন সতেরোং একান্ন টাকা।

শম্ভু

গত মাসেও সতেরো টাকা ধরলেন কি মশায়! গত মাসের প্রথম থেকেই ভাজা দেওয়া বন্ধ করেছিলেন, তারপর পনেরো তারিখ থেকে মাছও বন্ধ করলেন। ডাল আর তরকারিতেই সতেরো টাকা হিসেব ধরলেন?

ম্যানেজার

জগদম্বা মেসে মশায় এক-রেট্। নিয়মই হচ্ছে, দু-মাসের টাকা পাওনা হলেই ভাজি বন্ধ হবে,—তার পনেরো দিন পরের থেকে মাছ বন্ধ। নিতান্ত দায়ে পড়েই এ-সব করতে হয় মশায়, নইলে আপনারা যদি সময়মত টাকা দিয়ে দেন্ এ সব কঠিন কর্ত্তব্য তবে আর আমার করতে হয় না। বুঝলেন না শম্ভুবাবু, নিতান্ত দায়ে পড়েই এ সব করতে হয়,—নইলে আমারই কি ইচ্ছে ব্রাহ্মণের ছেলে মেস্ থেকে চলে যাক্!

শম্ভু

তা আমি খুব বুঝতে পেরেছি।

ম্যানেজার

[দেখিয়া] ঘরটা বুঝি ঝাঁট দিয়ে যায়নি,—নাঃ, হতভাগা চাকরগুলিকে নিয়ে আর পারি না। কই, ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করতে বলেছি বলে তো মনে পড়ে না। [হাঁকিয়া] ওরে ঐ ভজহরি কোথায় গেলি—ঝাঁটাটা নিয়ে একবার এদিকে আয় দেখি।

বলিতে বলিতে ম্যানেজারের প্রস্থান।

শম্ভু

[করুণ সুর করিয়া] 'এদের জ্বালায় শুকিয়ে গেলেম, কবিত্ব আর নেই।'

২য় দৃশ্য

বিখ্যাত এটর্ণী চঞ্চল মিত্রের পুত্র কুমুদেশ মিত্রের আড্ডা-ঘর। দুইবন্ধু অজিত ও সুকুমার উপস্থিত। অজিত গান গাহিতেছে, কুমুদেশ তবলা লইয়াছে, সুকুমার তাল দিতেছে।

হায়রে চৈতি-হাওয়া,
হায়রে গজল গান!
অচিন প্রিয়ার দিঠি
উদাস করে প্রাণ।
প্রজাপতি অনুসরি'
জানিনা কেমনে ধরি।

গন্ধপথে স্বপ্নে চলে
হায়, হবে কি সন্ধান!
হায়গো প্রিয়া অজানিতা,
রয় কেমনে প্রাণ ॥

এমন সময় দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল শম্ভু। গান থামাইয়া সকলে চেঁচাইয়া উঠিল।

কুমুদেশ

এই যে কবি-গ্রাজুয়েট। আয় আয়,—তোর যে আর টিকিই দেখা যায় না,—খবর কি?

শম্ভু

খবর শোচনীয়!

সুকুমার

চাকরি বাকরির কিছু সুবিধে হলো?

শম্ভু

শালা ও শালী-পুত্রেরা ভবে যদ্দিন বেঁচে থাক্‌বে, কার সাধ্য চাকরির সুবিধা করে।

অজিত

তবে এখন কি করবি?

শম্ভু

কম্যুনিষ্ট হবো ঠিক করলাম।

কুমুদেশ

ওরে সর্ব্বনাশ! আর যাই করো তাই করো, কম্যুনিষ্টটি হয়ো না। বন্ধু হয়ে শেষে আমার উপর এমন শত্রুতা করবে নাকি? বাবার

অ্যাটর্নিগিরির টাকাগুলি নিশ্চিন্তে ভোগ করবো ও চারুকলার উৎসাহ দেব, এই আশায় বসে আছি, এমন অবস্থায় ও সব ফ্যাকড়া বাঁধাস্নি শম্ভু। আমার ওপর কি তোর মায়া হয় না একটুও?

শম্ভু

কিন্তু আমার অবস্থাটা দেখ্‌চিস তো?

অজিত

গানটান লিখ্‌তিস্—তাহ'তো বেশ ছিল। এ সব হিংসাত্মক ব্যাপারের মধ্যে আর কেন?

সুকুমার

হতাশ হওয়া কিছু নয় শম্ভু। সেই মাকড়সা আর রাজা ব্রুসের গল্প মনে আছে তো? ট্রাই ট্রাই ট্রাই এগেন্।

শম্ভু

উপদেশ একটু থামাবি! মোটরে চড়ে এপাড়ায় ওপাড়ায় ঘুরে প্রেম করে বেড়াস, চর্বাচোষ্য না খেতে পেলে মার সঙ্গে ঝগড়া করিস, ব্যায়ামের মধ্যে শুধু দাড়ি কামাস্, যাকে বলে পদ্মভুক। লজ্জা করে না উপদেশ দিতে?

সুকুমার

এইরে সর্বনাশ, সত্যিই এটা শেষে কম্যুনিষ্ট হয়ে উঠল যে!

অজিত

দোহাই তোর শম্ভু, এই গানের মজলিসে কার্ল মাকস্‌কে আনিস নে!

কুমুদেশ

ব্যাপার কি বলতো শম্ভু? বড্ড রেগে আছিস্, তাই না! লক্ষ্মীটি বলতো কি হয়েছে? চাকরির উমেদারিতে গিয়ে শেষে সত্যি মারামারি করে এসেছিস্ নাকি আবার কারুর সঙ্গে?

শম্ভু

জগদম্বা মেস্-এর পাট এবার ওঠাতেই হলো। টাকা বাকি পড়ে আছে,—ম্যানেজার ultimatum দিয়ে গেল। পরশু উঠে যেতে হচ্ছে। অথচ এ-মাসটা কলকাতা ছাড়তে পারছিনা। এক জায়গায় শালাশালী-পুত্রের সঙ্গে কঠোর প্রতিযোগিতা করছি।

কুমুদেশ

[সদুঃখে] শেষকালে সত্যি তোর এই অবস্থা! কি করা যায় এখন?

শম্ভু

পাওনার অর্দ্ধেক মিটিয়ে দিলে ঐখানেই আবার থাকা যায়। তবে তোদের কাছে ধার চেয়ে আমি বন্ধুবিচ্ছেদ করতে চাই না। কিন্তু যদি একটু অন্যরকম সাহায্য করিস, তবেই হয়ে যায়।

কুমুদেশ

বরঞ্চ আমার এখানেই এসে কদিন থাক্‌না।

শম্ভু

এই মাসটা অনায়াসেই ওখেনে থাকতে পারি যদি তোরা একটু কাজ করিস,—টাকা চাই না, শুধু অন্য রকম একটু সাহায্য।

সুকুমার

প্রস্তুত।

অজিত

আমিও প্রস্তুত।

কুমুদেশ

কি করতে হবে শুনি?

শম্ভু

সুকুমার যেন ইনস্যুরেন্স অফিসের Pay Officer. আমার বাবার এক লাইফ ইনস্যুরেন্সের টাকা কোম্পানী আটকে রেখেছিল, এখন দেওয়া সাব্যস্ত করেছে। মেসের ম্যানেজারের আফিসে গিয়ে আমাকে ডেকে এই কথাটা জানাতে হবে।

কুমুদেশ

সুকুমার, রাজী?

সুকুমার

রাজী,—যদিও ইনস্যুরেন্সকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।

শম্ভু

অজিত শ্রীভারতের গান সিলেক্ট করে। মেসের ম্যানেজারের অফিসে গিয়ে সে আমায় জানিয়ে আসবে, আমার গান কোম্পানী সিলেক্ট করেছে —কোম্পানীর অফিসে আমার নিমন্ত্রণ।

অজিত

আমি রাজী।

কুমুদেশ

আর আমি কি করবো?

শম্ভু

তুই না হয় কোনও বড় লোকের এক মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যাস্!

কুমুদেশ

তাতে কি হবে?

শম্ভু

ক্রেডিট্ তাতে বেড়ে যায়। আর এতগুলি অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় ম্যানেজারটা অনায়াসেই আর একমাস টাকার জন্য অপেক্ষা করতে রাজী হয়ে যাবে।

সকলে

ব্রেভো, ব্রেভো !

কুমুদেশ

আবার গান সুরু হোক্।

[গান সুরু হইল]

তৃতীয় দৃশ্য

শম্ভুদের মেসের অফিস-ঘর। হিসাব-খাতা, রসিদপত্র, মশলার আধার প্রভৃতি পূর্ণ টেবিলের সমুখে ম্যানেজার বসিয়া। পাশের চেয়ারে সহকারী সত্য বাবু।

ম্যানেজার

[খাতা দেখিয়া] অন্যায়-রকম খরচপত্র পড়ে যাচ্ছে সত্য,—এরকম হলে তো আর ব্যবসা চালানো যায় না। একবার ডালের খরচার দিকেই চেয়ে দেখো,—একজন ভদ্রলোকের বাড়িতেও এর চেয়ে বেশি পড়েনা। বলি, বামুনটা কি মাড়-টাড় আর মিশায় না আজকাল,—সে দিকে চোখ রাখ তো ?

সত্য

তা রাখি বৈ কি। তবে বামুনটা মাড়ের পরিমাণ আর কিছুতেই বাড়াতে চায় না। বলে, তাতে ডালের চেহারা থাকবে না।

ম্যানেজার

কিন্তু ওদিকে খরচের দিকটাও তো দেখতে হবে। আর শম্ভু চাটুয্যের কাণ্ডটা দেখলে? তিনতিন মাসের টাকা পাওনা, দেবার নামটী মাত্র নেই। যা হোক কাল নোটিশ দিয়ে এসেছি। আগামী কালের মধ্যে হয় অর্দ্ধেক পাওনা মিটিয়ে দেবে,—নয়তো পথ দেখ্‌বে।

সত্য

দু-মাসের টাকা বাকী পড়াতেই আমি বলেছিলুম—ঝেড়ে ফেলুন, আর না। আপনিই তো রেখে দিলেন। ও সব জোচ্চর বেকার, ওদের প্রশ্রয় দিতে নেই।

ম্যানেজার

তা বলেছিলে বটে। আমি ভাবলুম, একজন গ্রাজুয়েট,—টাকা মারবার ইচ্ছে নাও থাকতে পারে। একটা চাকরি বাকরি পেয়ে গেলে সব টাকাই আদায় হয়ে যায়, নইলে তাড়িয়ে দিলেই তো গেল,—দুমাসের টাকাও মারা পড়ল।

সত্য

আপনার কাছে আস্কারা পেয়েই তো ছোক্‌রা আর টাকা দেবার কথাটি ভেবে দেখে না। দিব্যি আরামে বসে বসে গিল্‌চে।

ম্যানেজার

আরাম আর কোথায় সত্য। ভাজা বন্ধ করেছি, মাছ বন্ধ করেছি, এমন কি ঘরের ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করিয়েছি। তবে নিতান্ত বেহায়া, পরের পাওনা মেটাবার দিকে কোনও হুঁস নেই। এইবার বাছাধনকে এক কাপড়ে পথে বেরুতে হবে। তবে,—তিন মাসের টাকাটাই মারা

যাওয়ার জোগাড়। ওর কথায় বিশ্বেস হয় না সত্য, নইলে সত্যি যদি এ মাসে চাকরি বাকরি পেয়ে যেত, তবে না হয় এ মাসটাও থাক্‌তো,—নইলে একান্ন টাকাই জলে গেল।

সত্য

ওর ট্রাঙ্কটাতে—

ম্যানেজার

কিছু নেই,—একেবারে ঠন্‌ ঠন্‌। ও শুধু নামকে ওয়াস্তে আটকান।

সুকুমারের প্রবেশ। প্যাণ্ট কোট পরা, হাতে ব্রিফ্‌-কেস।

সুকুমার

নমস্কার। আমি কমেট এস্যুরেন্স কোম্পানীর পে-অফিসার। এ মেসে শম্ভু চাটুজ্জে নামে কেউ থাকেন?

ম্যানেজার

হ্যাঁ, আছেন শম্ভু চাটুজ্জে। কি প্রয়োজনটা শুনতে পারি কি?

সুকুমার

তা পারেন,—মানে, একটা ইন্‌সুরেন্সের টাকা ওঁর পাওনা হ'য়েছে। তবে ওঁকে আগে একটু ডেকে পাঠান। আপনাদের সমুখেই সনাক্তটা আগে হয়ে যাক।

সত্য

[ডাকিয়া] ভজুয়া, শম্ভু বাবুকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় তো।

নেপথ্যে

যাচ্ছি।

ম্যানেজার

কত টাকা পাওনা, মশাই?

সুকুমার

পাঁচ হাজার। শম্ভু চাটুজ্জের বাপ হলো গিয়ে [ব্যাগ হইতে কাগজ বাহির করিয়া দেখিয়া] ইন্দ্র চাটুজ্জে। তাঁর আজীবন বীমায় চার হাজার টাকা বোনাস শুদ্ধ দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার তিনশো সাতান্ন টাকা ন আনা, ছ পাই।

ম্যানেজার

এক্ষুনি দিয়ে যাবেন নাকি সব টাকা?

সুকুমার

না, এখন দোব না। আমি এন্‌কোয়্যারিতে এসেছি। আগে প্রকৃত লোক ঠিক করে যাব, তারপর ১৫।২০ দিনের মধ্যে চেক পেয়ে যাবেন। তা ইনিই যে শম্ভু চাটুজ্জে, এ বিষয়ে আপনাদের সাক্ষী থাকতে হবে।

ম্যানেজার

শম্ভু চাটুজ্জে বলেই তো এঁকে জানি। তবে ওঁর বাপের নাম ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন।

বিস্মিত মুখে শম্ভুর প্রবেশ।

শম্ভু

খবর কি ম্যানেজার বাবু, এমন অসময়ে ডেকে পাঠালেন যে? টাকাটা এখনও জোগাড় হয়নি মশায়।

ম্যানেজার

এই ভদ্রলোক খুঁজছেন আপনাকে।

শম্ভু

[বিস্মিত ভাবে সুকুমারের দিকে চাহিয়া] আমাকে? কেন বলুন তো? ডায়মেটার কোম্পানীর সেই চাকরিটার সম্বন্ধে নয় তো?

সুকুমার

আপনার নাম কি শম্ভু চাটুজ্জে ?

শম্ভু

আজ্ঞে হ্যাঁ

সুকুমার

পিতার নাম ইন্দ্র চাটুজ্জে ?

শম্ভু

[ঢোক গিলিয়া] আজ্ঞে তাও ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা কি শুনতে পারি কি ?

সুকুমার

আপনার বাবার কমেট এস্যুরেন্স কোম্পানাতে একটা বীমা ছিল তা জানেন কি ?

শম্ভু

তা জানি বৈকি। নানারকম ছুতো ছাতা করে লক্ষীছাড়া কোম্পানী আমার পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা মেরে দিলে।

সুকুমার

আরে না মশাই, না জেনে একটা বিখ্যাত কোম্পানীর নামে নিন্দে রটাবেন না। বয়স প্রমাণের জন্য আপনার বাবা কুষ্ঠি দিয়েছিলেন,— আজকালকার দিনে সে কি বিশ্বেস করা যায়। তারপর কোম্পানীর সন্দেহ হয়, যে-ডাক্তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছিল, আপনাদের একই জেলায় তার বাড়ি থাকায় পরীক্ষা নিরপেক্ষ হয় নি। তাছাড়া আপনাদের ডেথ-সার্টিফিকেট কি খাঁটি না জাল সে বিষয়ে কোম্পানী নিশ্চিন্ত হ'তে পারছিল না।

শম্ভু

তাকেই আমরা জোচ্চুরি বলি মশায়।

সুকুমার

কোম্পানী অনেক বিবেচনা করে আপনাকে পূরা টাকাই দিয়ে দেওয়া সাব্যস্ত করেছে। কাগজ পত্র নিয়ে আজই একবার অফিসে যাবেন,— এক মাসের মধ্যে পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা হাতে পেয়ে যাবেন। তখন বুঝবেন জোচ্চুরি করা কমেটের ব্যবসা নয়।

শম্ভু

সত্যি বলছেন আপনি? সে টাকাও পাবো, কে ভেবেছিল।

সুকুমার

তবেই আমাদের কোম্পানীর সততা বুঝুন। আচ্ছা আসি, নমস্কার।

শম্ভু

নমস্কার। চলুন, আপনাকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। প্রাণে আপনি নতুন আশার সঞ্চার করে গেলেন। [প্রস্থান]

ম্যানেজার

সত্য, বামুন ঠাকুরকে ডাকো।

সত্য

[হাঁকিয়া] ভজুয়া, ঠাকুরকে ডেকে দেত।

নেপথ্যে

যাচ্ছে।

সত্য

ছোকরা যে রাতারাতি নবাব হয়ে যাবার জোগাড় হলো। বাপটাপ আমাদেরও মরেছে, কিন্তু এমন সুবুদ্ধি করে কেউ মরে নি।

বামুন

ডাকছিলেন বাবু?

ম্যানেজার

হঁ্যা। শোনো, তোমার গিয়ে, আজ থেকে শম্ভু বাবুকে আবার মাছ দিতে সুরু করো।

বামুন

যেমন আজ্ঞে। ভাজাও দেব কি?

ম্যানেজার

ভাজা এখন থাক। তবে মাছটা দিতে আরম্ভ করো।

(বামুন ঠাকুরের প্রস্থান। অজিতের প্রবেশ)

অজিত

নমস্কার। ম্যানেজার বাবু—?

ম্যানেজার

আমিই।

অজিত

এ-মেসে শম্ভু চাটুজ্জে নামে একজন কবি থাকেন?

সত্য

কবি? শম্ভু বাবু ছড়া লেখেন বটে—হঁ্যা হঁ্যা, শম্ভু চাটুয্যে।

ম্যানেজার

মশায়ের কোথা থেকে আসা হয়েছে?

অজিত

আমি শ্রীভারত রেকর্ড কোম্পানীর গান নির্ব্বাচন করি। শম্ভুবাবু কতগুলি গান পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি আমাদের ভারি পছন্দ হয়েছে।

অনুগ্রহ করে তাকে যদি একটু ডেকে দেন তবে বড় সুবিধে হয়। আমাদের অপিসে যাবার জন্ম ওঁকে নিমন্ত্রণ করে যেতে চাই।

সত্য

ভজুয়া, শম্ভুবাবু নিচে গেছেন, ডেকে দে তো।

নেপথ্য

দিচ্চি বাবু।

ম্যানেজার

[বাহিরে চাহিয়া] এই যে শম্ভুবাবু, শুনে যান মশাই। এক ভদ্রলোক আপনার খোঁজে এসেছেন।

শম্ভুর প্রবেশ

অজিত

আপনিই কি কবি শম্ভু চাটুয্যে? নমস্কার।

শম্ভু

নমস্কার। কেন বলুন তো?

অজিত

আপনিই তো শ্রীভারতে গান পাঠিয়েছিলেন?

শম্ভু

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অজিত

সে গানগুলো আমাদের পছন্দ হয়েছে। আমি শ্রীভারতে গান নির্বাচন করি। আমাদের কোম্পানীর তরফ থেকে আমাদের ষ্টুডিয়োতে আজ আপনাকে সাদর নিমন্ত্রণ জানাচ্চি। ম্যানেজার মশাই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্ম ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

শম্ভু

তবে গুণগ্রাহী লোকও আমাদের থিয়েটার সিনেমা রেকর্ড কোম্পানী প্রভৃতির কর্তা হয়?

অজিত

বিলক্ষণ! আমাদের উপর এমন নির্দ্দয় ব্যঙ্গ করবেন না, শম্ভুবাবু। আমাদের অনেক রাবিশ ঘাঁটতে হয়,—তাতে কখনো হয়তো পরশ পাথর ফসকে যায়। কিন্তু এবার তো আপনাকে ঠিক আবিষ্কার করেছি।

শম্ভু

ধন্যবাদ।

অজিত

আচ্ছা, নমস্কার। এখন তবে আসি। অপিসে যেতে ভুলবেন না যেন। রয়ালটির কথা তখনই ঠিক করা যাবে। তবে নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে খুব ভালো রেট্ দেওয়া হবে। উঠি এখন।

শম্ভু

চলুন, এগিয়ে দিই।

উভয়ের প্রস্থান

ম্যানেজার

ভজুয়া, ঠাকুরকে ডাক তো।

নেপথ্যে ভজুয়া

যাচ্ছে।

সত্য

শম্ভুবাবুর যে আজ কপাল খুলে গেছে। একেই বলে বরাত!

বামুনের প্রবেশ

বামুন

ডাকছেন বাবু ?

ম্যানেজার

তোমার গিয়ে শম্ভুবাবুকে ভাজিটাও দিয়ে দিও—একটা আটকে রেখে আর লাভ কি ?

বামুন

তখনই তো আমি জিজ্ঞেস করলুম,—বল্লেন, না, ভাজা দিতে হবে না। এক কথায় বার বার ডেকে হয়রান করলে হাঁড়ি ঠেলি কখন ?

ম্যানেজার

যা বলছি করো। বেশি বাজে বকো না।

বামুন

আপনি তো এই বল্লেন। আবার সময় মত রান্না না নামলে আপনিই গজগজ করবেন!

প্রস্থান

ম্যানেজার

শম্ভুবাবুর এমনটা আয়ের সম্ভাবনা যখন দেখা যাচ্ছে তখন ভাল ব্যাভার করাই ভালো, কি বল সত্য ?

সত্য

তা মন্দ কথা নয়।

ম্যানেজার

আর ভাবছি বলে দেব, এ মাসটা না হয় এখানেই থাকুক। বুঝতে পারলে না—টাকাগুলো পেলে আমার সব পাওনাই আদায় হয়ে যাবে। আর তাড়িয়ে দিলে তো তিন তিন মাসেরটাই গেল।

সত্য

কথাটা মিথ্যে নয়। টাকা কিছু হাতে পাবে, বোঝাই তো গেল।

এমন সময় কুমুদেশের প্রবেশ।

কুমুদেশ

নমস্কার মশায়। আচ্ছা, বলতে পারেন, এ মেসে শম্ভু চাটুয্যে নামে একটি গ্রাজুয়েট যুবক থাকেন কিনা?

ম্যানেজার

মশাইয়ের কোথা হতে আসা হচ্ছে?

কুমুদেশ

আমি দিনাজপুরের পুলিশ সাহেব মিঃ চৌধুরীর শালা। তাঁরই মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ সম্পর্কে এসেছি। খবর পেয়েছি, শম্ভু চাটুজ্জে নামে একটী খুব মেধাবী ছেলে এই মেসে থাকে। খুব ভালো পাশ করেছে, অথচ প্রতিযোগিতায় চাকরী পাচ্ছে না। ঘরও শুনেছি খুব বনেদী,— তবে অবস্থা দৈবদুর্বিপাকে খারাপ হয়ে গেচে। ছেলেটার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। আছেন কি কেউ এই রকম নামে?

ম্যানেজার

আছেন। কিন্তু সে যে মশায় একদম বেকার,—আমার তিন মাসের পাওনা বাকী পড়ে আছে, তা পর্যন্ত শোধ করতে পারছেন না—তার কাছে আপনারা মেয়ে দেবেন কি রকম?

কুমুদেশ

মেধাবী ছেলেই আমরা চাই। চাকরীর জন্য ভাবনা কি। আমার ভগ্নিপতি সহজেই তাঁর জামায়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। তবে স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে খবর জানা দরকার। জানেন কিছু?

সত্য

আজকালকার ছেলে মশাই, সবাই ডুবে ডুবে জল খায়। ভাল মতন না জেনে কি করে আর আমরা সার্টিফিকেট দিই।

ম্যানেজার

শুধু পরের পয়সা না দেবার একটা বিশেষ উৎসাহ দেখতে পাই।

কুমুদেশ

যা হোক্, কত নম্বর ঘরটা ওর বলুন, একবার দেখে আসি।

সত্য

একুশ নম্বর। পশ্চিম দিকটায়।

কুমুদেশ

নমস্কার।

প্রস্থান

কুমুদেশ প্রস্থান করিলে ম্যানেজার ও সত্য পরস্পর চোখ ঠারাঠারি করিতে লাগিল।

ম্যানেজার

ব্যাপার কি হে সত্য?

সত্য

আমারও যেন কেমন কেমন ঠেকছে।

ম্যানেজার

একই দিনে একই বয়সের ছোকরারা এসে শম্ভু বাবুর খোঁজ নিয়ে টাকা পয়সা পাবার সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। অথচ জন্মে কাউকে আপিসে এসে শম্ভু চাটুজ্জের খোঁজ করতে দেখিনি।

সত্য

আর আমার পষ্ট মনে পড়েছে শেষের ভদ্রলোককে কোথায় যেন আমি দেখিছি। দাঁড়ান দাঁড়ান। [চিন্তা করিয়া] হয়েচে হয়েচে, চৌরঙ্গীর রেষ্টুরেন্টে সেদিন এই লোকটার সঙ্গেই শম্ভুকে চা খেতে দেখেছি।

ম্যানেজার

তাই নাকি? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনও জোচ্চুরি আছে। আর একি বিশেষ-যোগ্য, শম্ভুর মত একটা হাংলার সঙ্গে পুলিশ সাহেব মেয়ে বিয়ে দিতে পাগল হবে।

সত্য

দাঁড়ান, আরো মনে পড়ছে।—গত মঙ্গলবার শেষের ভদ্রলোকের সঙ্গেই শম্ভুকে ফুটবল খেলার মাঠে দেখেচি।

ম্যানেজার

তবে এ আর কিছু নয়। সব শম্ভুর বদমায়েসী। দাঁড়াও চাঁদ, ঘুঘু দেখেচ ফাঁদ দেখনি। ভাতের ব্যবসা করে আমি রগের কাছে চুল পাকিয়ে ফেললুম, আমার চোখে ধুলো দেওয়া। হাজার লোকের চোখে ধুলো দিয়ে আমি মাড়কে ভাল বলে চালিয়েছি, আমার চোখে ধুলো দেওয়া। সত্য, বামুন ঠাকুরকে ডাক।

সত্য

ভজুয়া, ঠাকুরকে আসতে বল একবার।

নেপথ্যে

[একটু পরে] ঠাকুর যেতে পারবে না বলছে।

ম্যানেজার

আসতে পারবে না? বড় বাড় বেড়েছে বামুনটার। দাঁড়াও, আমি মজাটা টের পাওয়াচ্ছি। সহরে যেন বামুনের অভাব!

সত্য

আঁধা রেগে একটা যা তা করে বসবেন না। এই মাইনেয় সারা সহর খুজলেও বামুন মিলবে না।

ম্যানেজার

কিন্তু ভাজা আর মাছ বন্ধ রাখতেই বলতে হবে যে!

সত্য

তার আর দরকার কি? এমন জোচ্চরকে আর এক মুহূর্ত্ত রাখা চলতে পারে না। যান, বলে আসুন,—এই মুহূর্ত্তে বেরিয়ে যাক্। শাসিয়ে আসুন,—অকথ্য গালাগালি দিয়ে আসুন।

ম্যানেজার

তুমিও সঙ্গে চল সত্য। বড় গোঁয়ার ছোকরা, মরীয়া হয়ে শেষকালটায় কিছু একটা করে না বসে।

সত্য

তবে একটু অপেক্ষা করুন। ঘরের ঐ ছোকরাটা বেরিয়ে যাক্। বড় গুণ্ডার মতন দেখতে ওটাকেও।

ম্যানেজার

ভজুয়া, দেখে আয়তো, একুশ নম্বরে শম্ভুবাবু একলা আছেন কিনা।

চতুর্থ দৃশ্য

শম্ভুর ঘর। শম্ভু ও কুমুদেশ বসিয়া আছে।

শম্ভু

যা করেচিস, এক মাস থাকার পক্ষে যথেষ্ট।

কুমুদেশ

এইবার খাইয়ে দে। সুকুমার আর অজিত পার্কে বসে আছে, মজুরি পেলেই চায়ের দোকানে গিয়ে ঢুকবে।

শম্ভু

টাকা কোথায় পাব, খাওয়াব যে! ধার দিবি?

কুমুদেশ

ধার চাইলে বন্ধু বিচ্ছেদ হয়, সে ভয় নেই?

শম্ভু

এই সঙ্কটকালে বন্ধুবিচ্ছেদ হলে অতিশয় আনন্দের কথা,—খরচের হাত থেকে বেঁচে যাই।

কুমুদেশ

কিন্তু শোন্, খুব সুখবর আছে।

শম্ভু

সত্যি? কোনও আপিশের কোনও কর্ম্মচারী মরেছে নাকি? ভেকেন্সি হয়েছে?

কুমুদেশ

ভেকেন্সি তো বটেই, তবে কেউ মরে নি। তোর কথা কাল খাওয়ার সময় মাকে বলছিলেম। শুনে তিনি বল্লেন, আহা! কাজেই

বাবাও তোর কথা জিজ্ঞেস করলেন। যথাসাধ্য পল্লবিত ক'রে তোর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্বের কথা ব্যাখ্যান করবার পর তিনি বল্লেন, দেখা করতে বলিস তো একবার আমার সঙ্গে, দেখি এপ্রেন্টিস্ হিসেবে আমার অপিশে নেওয়া যায় কি না।' বল্লুম, প্রিমিয়াম দিতে পারবে না। বাবা বল্লেন, সে আমি দেখব।

শম্ভু

গাঁজা

কুমুদেশ

দেখ শম্ভু, তুই বড্ড বেড়েছিস্। তামাক্ পর্য্যন্ত টেনেছি, কিন্তু গাঁজা দেখেছিস্ কোন দিনই খেতে?

শম্ভু

নইলে এটর্ণীর আফিসে বিনে পয়সায় আমাকে কখনো নিতে পারে?

কুমুদেশ

পারে। কেননা এটর্ণীর যে ছেলে, তার চারুকলা ছাড়া আর কিছুতেই আসক্তি নেই। তাই বাবার ইচ্ছে কোনও মেধাবী ছেলেকে শিখিয়ে নেন।

শম্ভু

[সহর্ষে] খাওয়াব। আলবৎ খাওয়াব,—তিনজনকেই খাওয়াব।

কুমুদেশ

পয়সা পাবি কোথায়?

শম্ভু

হাতের আংটী বাঁধা দেব। তবু এই খবরের পর না খাইয়ে পারবো না।

কুমুদেশ

তবে চল, বেরিয়ে পড়ি। সন্ধ্যারই একবার আমাদের বাড়ি যাস্; বাবার সঙ্গে দেখা হবে।

কুমুদেশ উঠিল

শম্ভু

তুই আগে বেরিয়ে পার্কে গিয়ে অপেক্ষা কর। তোর সঙ্গে এক সঙ্গে বেরুনো ঠিক হবে না। তাছাড়া যাবার সময় ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে আর এক মাস থাকাটাও মঞ্জুর করে নেওয়া যাবে। তবে সেটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ।

কুমুদেশের প্রস্থান। শম্ভু সহর্ষে শিষ দিতে লাগিল।

ম্যানেজার ও সত্যের প্রবেশ

শম্ভু

এই যে ম্যানেজার বাবু, আসুন। ইন্সুরেন্সের টাকা পাওয়া মাত্র আপনারটা কড়ায় গণ্ডায় মায় সুদের সঙ্গে—

ম্যানেজার

মশায়, জোচ্চুরির আর যায়গা পান নি। বলি, কচি ছেলে ভোলাতে এসেছেন?

সত্য

আপনার চালাকি আর বুঝি না আমরা? ধান দিয়ে লেখাপড়া শিখেছিলাম?

শম্ভু

ব্যাপার কি?

ম্যানেজার

ব্যাপার আপনি ভাল রকমই জানেন। জোচ্চুরি করতে এসেছেন আমার সঙ্গে! টের পাচ্চেন আর আমরা কিছু! পুলিশে দেব আপনাকে মশায়।

সত্য

মানে মানে বেরিয়ে পড়ুন। নইলে অপমানের একশেষ করবো বলছি। ভেবেছেন কি আপনার বন্ধু বান্ধবকে চিনতে পারব না আমরা?

ম্যানেজার

ব্রাহ্মণের ছেলে, পুলিশে দিতে চাইনে। সরে পড়ুন। ভাতের ব্যবসা করে বগের কাছে চুল পাকালুম, বাটপাড়ি করতে আসেন আমার সঙ্গে! বাস্ এই মুহূর্ত্তেই,—আর দেরি নয়।

দুঃখিত শম্ভু আসিয়া ট্রাঙ্কটা উঠাইল।

ম্যানেজার

ওটা কি হচ্চে, মশায়? তিন মাসের পাওনা বাকী, সেটা মনে আছে তো!

টাঙ্ক ছাড়িয়া শম্ভু ব্রাকেটের কোটে টান্ দিল।

সত্য

কোটটা রাখুন মশায়।

শম্ভু কোটটাও রাখিল। এক কোণা হইতে ছাতাটা উঠাইল।

ম্যানেজার

ওটা আবার হাতে নেওয়া হচ্চে কেন? তৃণটী পর্য্যন্ত রেখে যেতে হবে—সব বেচেও আমার এক মাসের পাওনা উঠ্বে না।

শম্ভু

[কতগুলি কাগজ পত্র উঠাইয়া] এগুলি নিতে পারি কি, না রেখে যাব ?

ম্যানেজার

কি ওগুলো ?

শম্ভু

কবিতা।

ম্যানেজার

ওগুলো স্বচ্ছন্দে নিয়ে যান্। ও বেচে কাণা কড়িও আসবে না।

এক-বস্ত্রে, কবিতা বগলে, শম্ভু দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

শম্ভু

[ফিরিল] অভাবে পড়েই আপনার টাকা দিতে পারা গেল না। তবে যে-দিন সঙ্গতি হবে, এসে শোধ ক'রে যাব, কিছু ভাববেন না। নমস্কার।

দরজা অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইল

শম্ভু

এটর্ণী চঞ্চল মিত্রের আপিসে কাজ পাচ্ছি—এই মাত্র তাঁর ছেলে এসে খবর দিয়ে গেল। শীগগিরই কিছু আয় হ'তে পারে। কোনও আশঙ্কা নেই, মশায়, সব পেয়ে যাবেন।

ম্যানেজার

শেষে যিনি এসেছিলেন, তিনিই বুঝি চঞ্চল বাবুর ছেলে ? ঐ রকমই চেহারা বটে।

শম্ভু

ঠিক ধরেছেন। নিশ্চিন্ত থাকুন, ওখান থেকে কিছু আয় হওয়া মাত্র আপনার সব টাকা মায় সুদ পেয়ে যাবেন। ভাবনা করবেন না। ছয়েক বৎসরের মধ্যে আয় একটা নিশ্চয়ই হবে।

ম্যানেজার

নিতান্ত দায়ে পড়েই ব্রাহ্মণের ছেলেকে চলে যেতে বলতে হ'ল, শম্ভু বাবু। নইলে বোঝেন তো—এ আমার অভ্যেস নয়। কিন্তু বলছিলাম কি—চাকুরি বাকুরি পেয়ে গেলে স্বচ্ছন্দে আবার এসে এই জগদম্বা মেসেই থাকতে পারেন। জানাশুনো জায়গা, সব সময়েই নিরাপদ।

শম্ভু

নিশ্চয়ই, একশো বার। তা আর বলতে। ট্রাঙ্কটাতো রেখেই গেলাম।

প্রস্থান

যবনিকা

অশরীরী

পাত্রপাত্রী

কর্ত্তা	
গিন্নী	
মিনি	কর্ত্তার মেয়ে
ওস্তাদ	জালিয়াত
শম্ভু	ঐ সাগ্‌রেদ
রামদীন	ভৃত্য

প্রথম দৃশ্য

একটা জীর্ণ অর্দ্ধভগ্ন ঘরের ওপর হইতে যবনিকা উঠিয়া গেল। দেওয়াল কালো হইয়া উঠিয়াছে, অধিকাংশ স্থানে আস্তর উঠিয়া প্রায় গহ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে। চার কোণায় ঝুল ও মাকড়সার বাসা প্রায়ান্ধকারের মধ্যেও সম্পূর্ণ চোখ এড়াইতে পারে না।

একধারে অতি পুরাতন প্যাটার্ণের একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে। তার দ্বারাই ঘরটা আংশিক আলোকিত। একটা তক্তপোষ পড়িয়া আছে,—তাতে একটা ছেঁড়া মাদুর দেখা যায়।

পট ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে একটা শঙ্খের শব্দ শোনা গেল। তারপরেই ধুনাচি হাতে একজন বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক প্রবেশ করিলেন।

দেওয়ালে লক্ষ্মীর পট টাঙ্গানো ছিল, ঘরে ধুঁয়া দিয়া সেইখানে আসিয়া ধুনাচিটা নামাইয়া সে গলায় আঁচল দিয়া অনেকক্ষণ প্রণাম করিল। এমন সময় বাহির হইতে মোটা গলায় 'ওগো শুনচো গো' বলিয়া আহ্বান শোনা গেল। গিন্নী তাড়াতাড়ি প্রণাম সাঙ্গ করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট ভুড়িটিকে অনুসরণ করিয়া কর্ত্তা প্রবেশ করিলেন।

বেঁটে মোটা দেখিতে নাদুষ্‌নুদুষ্‌টা, এক গাল দাড়ি কামানো হয় নাই: এক জোড়া বড় গোঁপ চোখে পড়ে। হাত কাটা আধময়লা একটি পাঞ্জাবি গায়ে। কাপড় প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি, পায়ে বিবর্ণ তালিসংযুক্ত জুতা, এবং হাতে এই চেহারার সাথে অত্যন্ত বেমানান এক বেড়াইবার লাঠি।

কর্ত্তা

[প্রবেশ করিতে] দেখো, এই বাড়ীতে চিনি গুড় সাবধান করে যেন রাখা হয়। দেখ্‌তেই পাচ্ছ তো একটু পুরাতন বাড়ি, পিপ্‌ড়ের দৌরাত্যি একটু বেশি হবে,—বুঝ্‌লে কি না। গুড়ের হাঁড়ি শিকের

থেকে নীচে রেখেচ, কি আর নেই। আর গর্ত্ত ফাটল আছে, ব্যাটারা ঢেটেই অন্তর্দ্ধান হবে,—টিপে যে একটুকুনও বের করে রাখ্‌বে, সে-উপায় পর্য্যন্ত নেই। সাধে বলি—

গিন্নী

তা তো বুঝ্‌লুম। কিন্তু এ কী বাড়ীতে নিয়ে এসেছে শুনি? একটু জোরে হাঁটলে পরে দেয়াল ভেঙে আসে, জানালায় উঁই ধরেচে, মেজেয় শ্যাওলা,—এ কি বাড়ি বদ্‌লালুম না কবরে এলুম।

কর্ত্তা

[হাসিয়া] হা হা হা, গিন্নী হাসালে, একদম হাসিয়ে মারলে। কথা শোনা একবার, বাড়ি কিনা কবর হলো। কিন্তু [লণ্ঠনটা উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে আবিষ্কার করিয়া] বলি, এটা কি মশাল জ্বেলেচ, ও যে একদম দাউ দাউ করে জ্বলচে। না হয়, এনেছিই আজ এক বোতল কেরোসিন, তাই বলে এমনটা অপচয় করা কি—[যাইয়া লণ্ঠন প্রায় নিবু নিবু করিয়া দিলেন]

গিন্নী

যাই হোক্ বাপু, এ-বাড়িতে আমি থাক্‌চি না,—আলো নেই, হাওয়া নেই, দুয়ার ভেঙে পড়ছে, কড়ি-কাঠ যে কোন সময় মাথায় ভেঙে পড়তে পারে, চার দিকে জঙ্গল আর গাছ, এর চেয়ে কুঁড়ে ঘরে গিয়া থাকাও ঢের ভালো।

কর্ত্তা

হাসালে, হা হা হা, একদম হাসিয়ে দমবন্ধ করার জোগাড় করেচ। তা এ-বাড়ির একটু আধটু অসুবিধে আছে বৈকি,—তাছাড়া মাঝে মাঝে

সাপকোপও নাকি দেখা যাবে,—দেখা যায় তো গেল, বয়ে গেল। কিন্তু দেখ্‌তে হবে, তে-তলা একটা বাড়ি কি রকম সস্তায় পাওয়া গেছে। কিছু না হোক্‌, লোকের কাছে মান-মান্যি আছে, যা তা বাড়ীতে বাস করতে পারিনে। অথচ একটু ভালো বাড়ি হ'লো ব্যাটারা কশাইয়ের মত দাম হেঁকে বস্‌বে। সেটা কি ন্যায়ের কথা হলো।

গিন্নী

তা এত বড় বাড়ি দিয়েই বা আমাদের কি হবে। গুণ্‌তিতে তিনটী মাত্র মানুষ—এক তলার অর্দ্ধেকই আমাদের লাগ্‌বে না, তো দোতলা আর তে-তলা। সেই ভোরবেলা এসেছি, এর মধ্যে একবার উপরে উঠেও দেখলুম না।

কর্ত্তা

বলেইচি গিন্নী, মানমান্যি বজায় রাখ্‌তে হলে বাড়িটা একটু জাঁদ্রেল রকম করতে হয়,—নইলে লোকে অ-কথা কু-কথা বলে। অথচ টাকা গুণতে কি সে-সব লক্ষ্মীছাড়ারা আস্‌বে,—দেবার বেলায় কাণাকড়িটা পর্য্যন্ত আমাকেই ঢাল্‌তে হবে। অথচ—[থামিয়া একটু চিন্তা করিয়া] দেখ গিন্নী, উপর তলায় না হয় আমরা নাই গেলুম।

গিন্নী

ওপরে ঠাকুরঘর শুধু থাক্‌বে,—শোবার জন্যই নীচেই ব্যবস্থা করবো, নইলে উপর-নীচ করা আমার দেহে সইবে না।

কর্ত্তা

ওটাও না হয় নীচেই রাখলে।

৬

গিন্নী

না না সে ওপরেই ভালো হবে,—নিরিবিলিতেই ঠাকুর দেবতার নাম করা ভাল। কোনো হৈ-চৈ হবে না, কোনো বিঘ্নি নেই—

কর্ত্তা

[বাধা দিয়া] কিন্তু দেখ, ওপরে না গেলেই যে ভাল হয়, তোমার গিয়ে,—হাঁ,—উপরে যাওয়াটা, অর্থাৎ কিনা, নাই বা গেলে ওপরে বাপু—

গিন্নী

[একটু উদ্বিগ্ন ভাবে] কেন বলোতো

কর্ত্তা

[থতমত খাইয়া] না না, সে কিছু নয়,—অমনি আর কি। নানা জনে নানা কথা বল্‌বে, সব শালার কথাই কি বিশ্বেস করতে হবে, না বিশ্বাস করলে পারা যায়। গপ্‌প, একদম গেঁজা!

গিন্নী

[শঙ্কিত হইয়া] ব্যাপার কি বলো তো,—এর মধ্যে আবার বলাবলি আসে কি। বলি, একি অসুখে বাড়ি না কি?

কর্ত্তা

ও-সব বাজে কথায় কান দিয়ে লাভ কি গিন্নী। দেখ্‌তে হবে কেমন সস্তায় রাজপ্রাসাদের মত এক বাড়ি পেয়েছি। পাঁচশ টাকা গিন্নী, তার এক আধ্‌লা বেশি নয়। অনেক খোঁজ খাজ করে তবে—

গিন্নী

লোকে কি বলে তাই বল—তোমার কথার মারপ্যাচ আমি শুনতে চাইনে।

কর্ত্তা

একদম যাচ্ছে তাই কথা। ওসব কি বিশ্বাস করতে আছে। শুনলে শুধু শুধু ভয় পাবে, আর কিছু লাভ হবে না,—গাঁজা, বুঝলে কিনা গিন্নী, একদম গাঁজা!

গিন্নী

বলো, শীগগির বলো।

কর্ত্তা

বাড়িটার, বুঝলে কিনা গিন্নী, এই তোমার যাকে বলে, একটু বদনাম আছে।

গিন্নী

বদনাম? কিসের বদনাম গো। চোর ডাকাত আছে নাকি আশে পাশে?

কর্ত্তা

আরে না না, সে-সব ভয় করতে হবে না গিন্নী,—হা হা হা, হাসালে গিন্নী, হাসিয়ে মারলে। চোরও নয়, ডাকাতও নয়। লোকে বলে, তাই বলে সব কথা বিশ্বেস করতে হবে নাকি? নইলে ইট-কোঠার বাড়িতে আবার ভূত-প্রেত থাকে নাকি,—বাজে, একদম—

গিন্নী

[সাতকে] বলো কি গো! জেনে শুনে তুমি আমাদের ভূতের বাড়িতে নিয়ে এসেচ? মাগো, এ যে একেবারে সর্ব্বনেশে কাণ্ড!

কর্ত্তা

ঐতো মেয়েমানষের দোষ,—একটা সামান্য ব্যাপারে অযথা ভয় পেয়ে গেলে। অথচ কি রকম সস্তায় যে বাড়িটা পাওয়া গেছে তার—

গিন্নী

[বাধা দিয়া] সস্তার নিকুচি করেছে। মাগো কি ভয়ঙ্কর কথা। মানুষ হয়ে হচ্ছে করে [চারিদিকে ভয়ার্ত্ত চাহিয়া] ওদের সঙ্গে বাস করতে এসেচ। বলি প্রাণে মরলে টাকা কি চিতায় নিয়ে যাবে। ওগো, আমার পা কাঁপ্‌ছে, হাত কাঁপ্‌ছে, সমস্ত গা ছমছম করচে—

কর্ত্তা

মিছিমিছি বড় হাঙ্গামা বাধাও। ভূত আছে তো ওপরে আছে, তোমার কী করেচে। ওপরে না গেলেই হলো,—চেঁচিয়ে মেচিয়ে একটা হৈ হৈ কাণ্ড! একেবারে নির্দ্দোষ বাড়ি হ'লে, এর কত ভাড়া হ'তো জানো?

গিন্নী

[তক্তপোষে বসিয়া পড়িয়া] জান্‌তে চাইনে। বলি, টাকা টাকা করে কি জীবনটা দেবে শেষে?

কর্ত্তা

হাসালে গিন্নী, হা, হা, হা, একদম হাসিয়ে মারলে। [গম্ভীর হইয়া] কিন্তু টাকা কি একটা সোজা কথা না কি? সাত হাত মাটী খোঁড়,

পাবে একটা আধলা? সারাদিন রোদ্দুরে ঘুরে এসো, গা বেয়ে ঘাম পড়বে, পাই পয়সাটা পড়বে না। কী রকম মেহন্নতটা করে যে—
[এমন সময় কোথা হইতে একটা সানুনাসিক সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া গেল]

গিন্নী

[সভয়ে] ও কি?

কর্ত্তা

ও কিছু নয়, সন্ধ্যা হ'লে তেনারা একটু গানটান করেন। ওদিকে না গেলেই হ'লো।

গিন্নী

মাগো তুমি বলো কি গো। আমার পা দুটো যে পেটের মধ্যে সিঁধিয়ে যাচ্ছে।

কর্ত্তা

ভয় পেলেই ভয়। নইলে জানোতো গিন্নী, উপদ্রব না করলে সাপেও কামড়ায় না, ভূতই কি আর সৃষ্টিছাড়া হবে না কি। আর ওরা এক সময় মানুষই তো ছিল, বুদ্ধিশুদ্ধি কি আর একটু নেই।

গিন্নী

[ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করিয়া] ওগো কোথায় যাব গো। মেয়েটা আবার রান্না ঘরে আছে, পা কাঁপছে, ডেকে আনবো কি করে—

কর্ত্তা

যাঃ, মেয়েমানষের কাণ্ড দেখ। একটা গোপনীয় কথা চুপে চুপে বল্লুম বলে, পাড়াশুদ্ধ সবাইকে ডেকে সেকথা জানাতে হবে! পাঁশুতেরা এই জন্যই তো,—মিনি বুঝি রান্না করছে?

গিন্নী

মেয়েটাতো জানেনা কী জায়গায়—

কর্ত্তা

[বাধা দিয়া] বেশ করচে। তুমি আবার এ সব কথা ওকে বল্তে যেয়ো না। শুনেই ভয়ে মরলে খাওয়া দাওয়া হবে কি করে? [একটু থামিয়া] দেখো, মিনি রান্না করবার সময় তুমি একটু কাছে দাঁড়িয়ে থেকো তো, নইলে পরে---

গিন্নী

বেশ উপযুক্ত কথা হয়েচে। বাপ হয়ে তাকে তুমি ভূতের বাড়িতে এনে, এখন স্ত্রীকে দিয়ে তাকে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করচো!

কর্ত্তা

হাসালে গিন্নী, হা হা। আরে তা নয়। মেয়েটার আবার তরকারীতে বেশি করে তেল দেবার অভ্যেস আছে। একটু দেখে শুনে দিতে বলো। সরষের তেলের তো খরচ আছে, না অমনি আসে?

গিন্নী

মেয়েকে নিয়ে আজকেই আমি এ-বাড়ী ছাড়ব। কবর, এ যে একদম কবর!

কর্ত্তা

কিন্তু এ কথাটা ভেবে দেখ গিন্নী, টাকা আর কার জন্য জমাচ্ছি, তোমাদের জন্যই তো। কিছু টাকা যদি সঞ্চয় না করতে পারি, তো মেয়েটার বিয়ে দিই কি করে বলোতো? যত কশাই জুটেচে—মেয়ে

নিয়ে খালাস দে,—না তার এ-চাই ও-চাই গয়না চাই, আসবাব চাই, পণ চাই,—বুঝলে গিন্নী, যাকে বলে একদম লক্ষ্মীছাড়া কাণ্ড! অথচ যদি না জমাই, তবে কোত্থেকে সে সব আসে শুনি?

গিন্নী

এদ্দিন যা জমালে তার কি হলো। তা দিয়ে যে এক গণ্ডা মেয়ের বিয়ে দেয়া যায়,—তোমার তো মোটে একটা।

কর্তা

জমিয়েছি? হাসালে গিন্নী, হা হা। সে নগণ্যকে তুমি জমান বলো। চল্লিশ হাজারের কাণাকড়িটী বেশি নয়। আর জীবন বীমা কুড়ি হাজার, —আর তুমি অনায়াসে বল্লে কি না জমিয়েছি। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে বলে প্রাণধরে এ টাকাতে আমি হাত দিতে পারব না। তবে এইবার মেয়ের বিয়ের জন্য কিছু করতে হবে—

গিন্নী

এখন থেকে তুমি সুরু করবে? আশ্চর্য্য করলে। মেয়েকে যে আর ঘরে রাখা যায় না। বলি, মেয়ের দিকে তাকিয়ে কি দেখেচ?

কর্তা

তা দেখতে একটু বাড়ন্ত বটে, বয়েস আর কি। [পায় স্বগত] কিন্তু শালারা কি বয়েস দেখ্‌বে, দেখ্‌বে কতটা বেড়েছে। [গিন্নীকে] হ্যাঁ, দেখো গিন্নী, মেয়েটা বড় হৈ হৈ করে বেড়ে উঠ্‌চে। এইবার থেকে এক কাজ করো তো, —রাতের খাওয়া ওর বন্ধ করে দাও। বাড়াকে বাড়াও বন্ধ হবে, কিছু জমবে ও।

গিন্নী

বাঃ বেশ উপযুক্ত কথা হ'লো। এইবার থেকে মেয়েটাকে উপোস করিয়ে শেষ করে দিই, বিয়ে দিতে তোমার আর টাকা খরচা হবে না।

কর্তা

কি যে বলো, গিন্নী। আমি কি তাই বল্লুম? একবেলা করে না খেলে কি আর লোকে মরে, একটু বাড় কমে শুধু। [একটু থামিয়া] তবে এই পর্যান্তই রইল,—আমাকে আবার আহ্নিকটা সারতে হবে। [আশ্বাস দিয়া] বুঝলে কিনা গিন্নী, ভূতটুত একটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়, —তবে একটু হুঁসিয়ার থেকো, দেখো যেন কাটল-টাটলের থেকে সাপ-কোপ বেরিয়ে কামড়ে না দেয়।

গিন্নী

[হতাশ ভাবে] খুব আশ্বস্ত হলুম।

কর্তা

[গমনোদ্যত হইয়া] আহ্নিকটা সেরে আসি। তুমি একটু রান্নাঘরে মিনির কাছে গিয়ে দাঁড়াও,—ভয় করবে না, তাছাড়া, দেখো রান্নাতে তেল টেল যেন একটু হিসেব করে দেয়া হয়। [চলিয়া যাইতে লাগিল]

গিন্নী

এই আলোটা নিয়ে যাও, পাশের সব ঘর যে ঘুরঘুটি অন্ধকার।

কর্তা

কোনো দরকার নেই,—সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। অন্ধকারে চলাফেরা করতে আমার মোটেই অসুবিধে হয় না। তার চেয়ে যাবার সময় আলোটা নিবিয়ে যেয়ো,—শুধু শুধু কেরোসিন পোড়ে কেন?

[প্রস্থান]

[গিন্নী ভীত শঙ্কিত ভাবে চারিদিক চাহিয়া আলোটা নিবাইতে অগ্রসর হইলেন। এমন সময় একটা চীৎকার শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মেয়ে মিনি পড়ি মরি করিয়া ছুটিয়া আসিল। গিন্নী প্রথমটা চমকাইয়া উঠিয়াছিলেন।]

মিনি

[ছুটিয়া আসিয়া স-চীৎকারে] ও মাগো, গেলুম গো [মাকে আসিয়া একদম জড়াইয়া ধরিল]

গিন্নী

[স-ত্রাসে] কি কি, ব্যাপার কি? ওরে, হলো কি তোর?

মিনি

ভূত ভূত, একদম ভূত! ওই বাগানে বাবা, জানালার কাছে এসে নাকী সুরে বল্লে, কী খাচ্ছিস?

গিন্নী

[আশ্বাস দিয়া] দূর, ও কিছু না, ছায়া দেখে ভয় পেয়েছিস মিনি।

মিনি

হ্যাঁ, ছায়া বৈ কি। ছায়া বুঝি আমি আর চিনিনে মা। ছায়া বুঝি কথা বলে,—তুমি শুনেচ কোনদিন? কী বিকট কালো দেখতে! ওরে বাবাঃ, আমি আর যাচ্ছিনে রান্না ঘরে। মাছ ভাজা বসিয়েছিলুম,—এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

গিন্নী

যাক্ গে। কী বাড়ীতে আমাদের নিয়ে এসেছে, বললো, তোর বাবা। এমন পোড়ো বাড়ীতে ভূত প্রেত থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

মিনি

[সঙ্কিত ভাবে] শুনচো মা, শুনচো, কারা সব নাকী সুরে গান করচে [নাকী সুরে গান শুনা গেল] বাপ্‌রে, এ কোন রাজ্যে এলুম ! মরণ-বাঁচন করে যখন তোমার কাছে ছুটে আস্‌চি, পেছন থেকে খিল্‌খিল্‌ করে হাস্‌তে লাগল।

গিন্নী

কি জানি, মিনি, তোর বাবা আমাদের বাড়ীতে না এনে শ্মশানে নিয়ে এল কেন।

মিনি

[শুনিয়া সাতঙ্কে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া] শুন্‌চো, শুন্‌চো তুমি, শব্দ যে ক্রমেই এগিয়ে আসচে ! কী ব্যাপার মা ? বাবা ফিরে আসেনি ? [মা ঘাড় নাড়িলেন] তবে পালাও না, চলে এসো না বাবার কাছে। চীৎকার করে ডাকবো নাকি ?

গিন্নী

[সভয়ে] মিনি, জেনে শুনে তোর বাবা আমাদের ভূতো বাড়ী নিয়ে এসেচে—পয়সা বাঁচাবার জন্য।

মিনি

বলো কি ! বাবাকে নিয়ে যে আর পারা গেল না। দিন দিন কী যে হচ্চে,—একেবারে মরার ফন্দি করেছে যে [নাকীসুর নিকটতর হইল] ওমা, এ যে এসে পড়েছে, ওগো এসো, পালিয়ে এসো।

[গিন্নী লণ্ঠনটা তুলিয়া লইলেন। তারপর ভীত ভাবে একবার পিছন দিকে তাকাইয়া মা ও মেয়ে প্রায় ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেই অন্ধকার ঘরে তখন দুই ভূতের প্রবেশ। দুইটা বড় কালো ছায়ার মত। লাফাইতে লাফাইতে তারা উপস্থিত হইল। একটা ক্ষীণ আলোয় তাদের অস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। প্রবেশ করিয়াই তারা দুইটা বিড়াল ঝগড়া করিবার পূর্ব্বে যেমন অদ্ভুত শব্দ করে তেমনি করিতে সুরু করিল,—এবং শীঘ্রই বিড়ালের লড়াইয়ের মত তাদের মধ্যে ঝগড়া সুরু হইল,—ফ্যাচ ফুঃ, গরর্, ছোঃ ইত্যাদি।

তারপর ঝগড়া করিতে করিতেই তাহারা প্রস্থান করিল।

একটু পরে পিতার হাত চাপিয়া ধরিয়া মিনির প্রবেশ। সঙ্গে গিন্নী।

কর্ত্তা

আঃ ছাড়্, হাত ছাড়্ না। কি ভীতু মেয়েরে বাপু।

মিনি

ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না। এক্ষুনি এখান থেকে তুমি চল, আর একটুও দেরী করতে পারবে না।

কর্ত্তা

এই দেখ, পাগলীর কথা শোন। এত খরচপত্তর করে জিনিষপত্তর আনানো হলো; গাড়ি-ভাড়া, মুটে খরচ এন্তার। এখন বললেই কি আর চট করে চলে যাওয়া যায়,—এসব ক্ষতি পূরণ করে কে?

মিনি

কিন্তু এ যে ভূতের বাড়ি। সারা বাড়িময় তারা যে নেচে বেড়াতে সুরু করেচে।

গিন্নী

কি সর্ব্বনেশে কাণ্ড আরম্ভ হয়েছে বলোতো।

কর্ত্তা

ঐ দেখো, মেয়ের জ্বালায় পারি না, আবার এ-দিকে মাও সুরু করেছেন,—তবেই হয়েচে আর কি। কিন্তু আমার স্পষ্ট কথা বাপু,—এমন সস্তার বাড়ী ছেড়ে আমি কোথাও নড়চি না! ভূত আছে তো আছে,—একেবারে গা ঘেষাঘেষি হয় তো 'রাম' নাম উচ্চারণ করলেই ঠিক হয়ে যাবে। তার জন্য—

মিনি

[নাকী সুরের সঙ্গীত শুনিয়া সভয়ে] ঐ শোন।

কর্ত্তা

[শুনিয়া] তাতে আর এমন কি হয়েছে। নাকী সুর শুনেই ভয় পাচ্ছিস তো, মনে করে নে যেন কলের গান শুন্‌ছিস্। এতে ক্ষেতিটা কি আমি বুঝতে—[এমন সময় আর একটা চীৎকার শোনা গেল] কে, রামদান ব্যাটা চাঁচাচ্ছে না? ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে ব্যাটা বাড়ীর শান্তি ভঙ্গ ক'চে,—দেখাচ্ছি মজা [প্রস্থানোদ্যত, এমন সময় ভয়-বিবর্ণ মুখে চীৎকার করিয়া রামদীনের প্রবেশ]

রামদীন

ওরে বাপরে বাপ, রাম রাম রাম। জান্ নিয়ে বহুৎ বেঁচে এয়েচি—

মিনি

কি রে, রামদীন কী?

রামদীন

[কাঁপিতে কাঁপিতে] আরে খোকী মায়ী, একদম জিন্। ওরে, বাপরে বাপ্, ঈয়া হাত, ঈয়া জবান [দেখাইয়া] এত্‌না বড়া মুখ। ওরে বাপ্‌রে বাপ্, একদম ভূতরে বাপ্!

কর্ত্তা

[রাগিয়া] ভূত ! তোকে বলেচে ব্যাটা নেশাখোর !—ব্যাটার টিকি টানতে দালানের মধ্যে ভূত এসেচে। গেঁজাখোর নচ্ছার জানি কোথাকার ! যা যা কাজ কর্‌গে,—মাইনে নেবেন পাঁচ টাকা করে অথচ—

রামদীন

হাম ইধার আউর নাহি রহেঙ্গেঁ বাবু। আগারি জান্, পিছারি থানা।

কর্ত্তা

হ্যা, পিছারি থানা। থানা না হ'লে, তোমাকেও ওদের দলে গিয়ে যে মিশ্‌তে হবে সেটা খেয়াল আছে ?

রামদীন

বাবু, হাম আভি যাতা,—আউর এক মিনিট নাহি রহেঙ্গে [প্রস্থানোদ্যত]

গিন্নি

ওরে থাম রামদীন। আমাদের একলা ফেলে তুই চলে যাবি। আমরাও ত এ-বাড়ী ছাড়ব, আমাদের সঙ্গেই যাস্‌,—বুঝলি !

রামদীন

আরে আপ্ বাঁচেগা তো বাপ্‌কা নাম হোগা [প্রস্থানোদ্যত]

কর্ত্তা

যা যা বেটা, ভাগ্। তোর মত কি সবাই কাপুরুষ। সস্তা দেখে বাড়ী পাওয়া গেছে, একটু অসুবিধেতেই সেখান থেকে পালাতে হবে।

[এমন সময় আবার সানুনাসিক চীৎকার শোনা গেল। রামদীন একবার চমকাইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া প্রাণপণে ছুটিয়া পালাইল]

গেলো ত যাক্‌। তিনজন তো মোটে মানুষ, চাকরের কিই বা ঠেকা। তোমাদের প্ররোচনায় অপব্যয় করছিলাম বৈ তো নয়। পয়সা বেঁচে গেল। এ-পাড়ার ব্যাটারা যা ভীরু, আর কাউকে ইচ্ছে করলেও পাওয়া যাবে না। তিনজনের কাজ তোমরাই করে নিতে পারবে, কি বলো গিন্নী ?

গিন্নি

আমার আর বলাবলি কি ; তোমার যা ইচ্ছে তাই তো হবে, তবে আর আমাকে জিজ্ঞেস করে অপমান করা কেন ?

কর্ত্তা

ঐ দেখ, সব তাতেই অভিমান করবে। কিন্তু অন্যায়টা কি হয়েছে তুই বলতো মিনি ? সস্তায় বাড়ি পেলে একটু অসুবিধে সহ্য যায়ই,— কেমন কিনা ? [মেয়েদের নীরব দেখিয়া] চল এবার খাওয়া দাওয়া সারা যাক্‌ গিয়ে। মিছামিছি কেরোসিন পোড়ান কিছু নয়। নাও, চলো, আর দাঁড়িয়ে থেকোনা।'

[কর্ত্তার সঙ্গে দুইটী ভীত নারীর প্রস্থান। একটা নাকী সুর শুনিয়া তারা কর্ত্তাকে জড়াইয়া ধরিয়া চলিল।

তখন সেই অন্ধকার ঘরে আবার সেই দুইটা ভূতের প্রবেশ। আগেকার মতই তারা অলৌকিক শব্দ করিল, এবং বিড়ালের লড়াইয়ের মত কলহ ও শব্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

অন্ধকার রঙ্গমঞ্চের উপর যবনিকা পড়িল।]

২য় দৃশ্য

দোতালার একটা জীর্ণ কোঠা। আসবাব পত্রের মধ্যে দুইটা ভাঙা চেয়ার, একটা খুব বড় আলমারী, দেওয়ালে দুইটা হরিণের শিঙ্‌। ঘরের জানলা দরজা সব বন্ধ আছে।

দুপুর বেলা, তবুও ঘরটা প্রায় অন্ধকার।

এমন সময় একটা নাকী সুরের চীৎকার শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে অমনি সুরে তার একটা প্রত্যুত্তর আসিল। শব্দ করিতে করিতে দুই দিক হইতে দুই ভূতের প্রবেশ। ভূশণ্ডী কালো দুইটাকে দেখিতে।

ঘরে প্রবেশ করিয়া তারা নিজেদের উপর হইতে কালো ঢাকনা খুলিয়া ফেলিল। ভিতর হইতে দুইটা সাধারণ মানুষ আত্মপ্রকাশ করিল,—একটা প্রৌঢ়, একজন যুবা।

তারা হাসিতে লাগিল]

প্রৌঢ়

এত সাজ কাজ করলুম, কত রূপ ধারণ করা হ'লো, কিন্তু দেখ্‌চো তো কিছুতেই কিছু নয়। গণ্ডার সাজলুম, দাঁতালো ভূত সাজলুম, ব্রহ্মদত্যি সাজলুম,—মেয়ে দুটো ভয়ে অস্থির, অথচ কিপ্টে ব্যাটার নড়ার নামটুকুও নেই।—কেমন কাণ্ডখানা হ'লো দেখতো শম্ভু!

শম্ভু

[হতাশ হইয়া] আর বলেন কেন,—কিপ্টে তো ঢের দেখেছি, এমন মরিয়া তো আর চোখে পড়েনি। ভূতকে পর্য্যন্ত ভয় করে না,—এমন হ'লে আর কি ক'রে পারা যায়।

প্রৌঢ়

নাক টিপে চাংকার করে করে, এই সাত সাতটা দিনে, নাকের দফারফা করে দিলুম, কিন্তু কোথায় কি। যতই আমরা মেহন্নতের এক শেষ হচ্চি, ব্যাটা ততই স্ত্রী কন্যাকে আরো অভয় দিচ্চে।

শম্ভু

ভদ্রলোক আমাদেরই পাড়ায় এক সময় বাস করতেন। ভোরবেলা নাম নিলে হাঁড়ি ফাটতো শুনেচি, কিন্তু ভূতকেও ভয় পাবে না, এমন তো ভাবতে পারিনি। কাজকর্ম্মে বেজায় অসুবিধে ঘটাচ্ছে, নড়ার নামও নাই। কিন্তু কি ভাবচি জানেন, ভদ্রলোকের ঢের নাকি নগদ টাকা আছে, কিছু যদি আমাকে দিয়ে দেয়, তবে আর এসব অন্যায় বে-আইনী কাজের মধ্যে না ঢুকেই চলে—

প্রৌঢ়

অন্যায়? কাকে তুমি অন্যায় বলচো হে, ছোকরা? নোট জাল অন্যায়? যাকে শিষ্য করতে যাচ্চি সে-ও যদি পুলিশের বাড়া হয়ে দাঁড়ায় তবে যাই কোথায়? কি হে, তোমার মতলব কি?

শম্ভু

শিখব। এই রকম একটা লাভের ব্যবসা সুবিধে পেলে কে আর না শেখে।

প্রৌঢ়

মনে থাকে যেন। বি-এস্ সি পাশ করে চাকরীর জন্য ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, নিতান্ত দয়াপরবশ হয়েই একটা লাভজনক ব্যবসায় টেনে নিলুম। নিমকহারামী করবে, তবে এখানে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।

শম্ভু

[শিহরিয়া উঠিয়া তারপর] আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে ওস্তাদ মেনে নিইচি, কোনমতেই আর পথ-ভ্রষ্ট হবো না। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে, ওই ভদ্রলোককে নিয়ে,—একটু নিরিবিলিতে কাজ করতে দেবে না।

প্রৌঢ়

[ঠাণ্ডা হইয়া] সেইটেই তো একটা মহাসমস্যা শম্ভু। আর কিছু নয়, শুধু মশালের মধ্যে ধুনা ছিটিয়ে, একটু নাকী সুরে কাওয়ালী ভেজে, এ-বাড়িটাকে সমস্ত পাড়ার কাছে আতঙ্কের বস্তু করে তুললাম, অথচ কোথা থেকে একটা ভুইফোঁড় এসে জুটল, বহুরূপী বিদ্যে উজাড় করে ফেললুম, একটুও তার হুস নেই।

শম্ভু

আপনার কথামত মিনিকে তো বিস্তর ভয় দেখালুম—অথচ,—

ওস্তাদ

মিনি? মিনি কে?

শম্ভু

ওর মেয়ে। আমাদের পাড়ায়ই থাকত কিনা,—নামটা বেশ মনে আছে। কিন্তু ওকে ভয় দেখালে আর কি হবে,—বাপ কিছুতেই যাবে না। মিছিমিছি মেয়েটাকে এখন আর ভয় দেখাতে মায়া হয়। কেমন সুন্দর দেখতে মেয়েটা দেখেছেন তো,—অথচ কেপ্টা পয়সা ব্যয় হবে বলে মেয়ের বিয়েই দেবে না; মেয়েটা—

৭

ওস্তাদ

যাক্ যাক্ মেয়ের সম্বন্ধে ভাববার দরকার নেই। বাপটাই হাঙ্গামা বাঁধাল।

শম্ভু

কিন্তু বলুন তো, মিনি নামটা ভালো নয়? একদম চমৎকার!

ওস্তাদ

দেখো, ও-সব ব্যবসার মধ্যে আসে না। অবান্তর কথা আমি পছন্দ করিনে। কথা হচ্ছে, ওদের যেমন করেই হোক তাড়াতে হবে।

শম্ভু

যদি থাকেই বা, এমন তো আর বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নেই। ওরা ত ওপরে কক্ষনো আসে না, নীচে না হয় রইলই বা, তাতে আমাদের—

ওস্তাদ

তোমার মুণ্ডু! ওহে বাপু, এ-ব্যবসা অত সোজা নয়। একটু মাথা ঘামাতে হয়। এরা থাকলেই লোকজনের আসা যাওয়া হবে। কয়দিন পরেই ভয় আর থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও এমন একটা সব রকমের সুবিধের যায়গা ছাড়তে হবে। [শম্ভুকে] দেখো, কারুর মেয়ের দিকে নজর দিয়ো না। তার মানেই ব্যবসা পণ্ড, এবং হাতে শেকল।

শম্ভু

বুঝতে পারছি,—ওদের যেমন করেই হোক তাড়াতে হবে।

ওস্তাদ

ঠিক। [থামিয়া] দেখ, আমাকে এখনই সহরে বেরুতে হবে। কিছু কাগজ টাগজ, ছাঁচ গড়বার জন্য কিছু লোহা, জল-চাপ তুলবার নতুন কিছু যন্ত্রপাতি, ক্যামেরা, এসব সংগ্রহ করে আনতে হবে। আসতে হয়তো দেরি হ'তে পারে,—আজ এমন কি নাও ফিরতে পারি। বেশ সাবধান হ'য়ে থেকো, হাবার মতন আবার ধরা পড়ে যেয়ো না।

শম্ভু

আজ্ঞে, সে ভাবনা করতে হবেনা। এক্ষুনি আমি তেতলার অন্ধ-কোঠায় গিয়ে লুকোবো। কেউটে ভূতের সাজের রিহার্সালটা দিয়ে দেখি,—ভয় পাওয়াবার মতন হয় কি না।

ওস্তাদ

তবে আমি চল্লুম।

[কালো আবরণ গায়ে পরিয়া প্রস্থান করিল]

পাশের দুয়ার দিয়া অকস্মাৎ মিনি আসিয়া ঢুকিল। শম্ভু চমকিয়া কালো আবরণ গায়ে দিবার প্রচেষ্টা করিল, কিন্তু তখন দেরি হইয়া গেছে।

মিনি

আপনি কে ? কী চান্ আমাদের বাড়ীতে ?

শম্ভু

আমি ভূত।

মিনি

কেমন ভূত, আমি তা জানি। এই বুঝি আপনার বাড়া থেকে সন্ন্যেসী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া।

শম্ভু

তুমি আমাকে চেন না কি ?

মিনি

[ব্যঙ্গ করিয়া] জীবিত কালে আপনাকে একটু আধটু চিনতুম বৈ কি ? বাড়ির কাছাকাছিই ছিলেন কি না। তখন আপনার নাম ছিল. শম্ভু। এখন কি ?

শম্ভু

ভূত।

মিনি

জিজ্ঞেস করতে পারি, এখানে ভূত সেজে কী করচেন ?

শম্ভু

তপস্যা। দেখ, তপস্যা করতে একটু নির্জ্জন যায়গার দরকার হয় কিনা, তাই এইটাকেই পছন্দ করলুম। লোকালয়ের আবিলা এসে যাতে তপস্যায় ব্যাঘাত না জন্মায়, তার জন্য একটু আগুণ টাগুন দেখাতে হয়, নাকী সুরও বের করতে হয়।

মিনি

তপস্যা করে এর মধ্যে কতখানা জাল নোট তৈরি করা হয়েচে ?

শম্ভু

কোথায় দাঁড়িয়েছিল তুমি ? আড়পাতা একটা অন্যায় কাজ, তা তুমি জান ?

মিনি

ন্যায় কাজের মধ্যে নোটজাল করাই যে প্রথম তা আমি জানতুম না। [একটু দম লইয়া] ছিঃ আপনি না ভদ্রলোকের ছেলে, আপনার এই

কাজ। কোথাথেকে এই জালিয়াতের সঙ্গে আপনি জুটলেন? আপনার মা আপনার জন্য কেমন করে কেঁদে দিন কাটাচ্চেন আপনি জানেন না,— আমি জানি। [শম্ভু অধোবদন] তবে? [প্রশ্নের জন্য মিনি অপেক্ষা করিল]

শম্ভু

[দুই সেকেণ্ড পরে] আমিও জানি, মিনি। কতটা হতাশ হয়ে যে আমি এ পথে পা বাড়িয়েছি তুমি তা জানো না। আমার বাড়ির দারিদ্র্য আমার বুকে কাঁটা ফুটিয়েছে, ক্ষুধার জ্বালায় আমি ছটফট করেচি, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমায় খাবার জোগাড় করে দিতে পারেনি। মানুষ যে-মুহূর্ত্তে বিবেক হারিয়ে ফেলে, সেই মুহূর্ত্তে আমি অন্যায় প্রবঞ্চনার পথে পা বাড়িয়েছি।

মিনি

[ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া] বদ্‌লান,—একেবার বদ্‌লিয়ে ফেলুন জীবনটাকে। এখনো সময় আছে।

শম্ভু

তুমি কিন্তু একথা কাউকে বলে দিয়োনা মিনি।

মিনি

প্রতিজ্ঞা করুন এ-পথ ছেড়ে দেবেন।

শম্ভু

দেব   একটুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল

মিনি

ভূতবাবু?

শম্ভু

বলো।

মিনি

ভূত থাকতে থাকতে আর একটা কাজ আপনাকে সারতে হবে। আমার বাবার একটু বেশি [দ্বিধা করিয়া] কেপ্‌পনা রোগ আছে, জানেন তো। সেই দোষটাকে একটু শুধ্‌রে দিতে হবে।

শম্ভু

কেমন করে? ভূতের তো চিকিৎসা শাস্ত্র জানা নেই।

মিনি

[ঈষৎ হাসিয়া] এ-সব অসুখের একটু ভৌতিক চিকিৎসাই দরকার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—কেমন করে কি করতে হবে, আমি বলে দেব'খন।

শম্ভু

বেশ। কিন্তু আমি যা করেছি, এরজন্য তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে তো মিনি?

মিনি

আমার ক্ষমা করায় আর না করায়, আপনার কি এসে গেল। তবে আমি নিশ্চয়ই—[এমন সময় প্রায় ঘরের কাছে গিন্নীর গলা শোনা গেল। 'মিনি কোথায় গেলি মা।' শম্ভু চট্ করিয়া কালো পোষাক পরিয়া লইল, এবং পরক্ষণে প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গে গিন্নীর প্রবেশ]

গিন্নী

[কাতর ভাবে] মিনি, কোথায় গেলি মা। [আবিষ্কার করিয়া] তুই, এখানে? এইমাত্র ভূতটা ঘর থেকে চট করে বেরিয়ে গেল না? ওরে

তোকে কি আট্‌কে রেখেছিল,—সারারাত্তির খুঁজে আমি হয়রাণ। [সাতঙ্কে] কি মিনি, কথা বলছিস্ না যে,—বেঁচে আছিস্ তো?

মিনি

[হাসিয়া উঠিয়া] একদম বেঁচে আছি মা, কোনও ভয় নাই তোমার। আর তোমার ভূতকে ভয় করতে হবে না,—এ সত্যিকারের ভূত নয়। এ আমাদের ও-পাড়ার শম্ভুদা

গিন্নী

কে শম্ভু রে? মিত্তির বাড়ির,—শশি মিত্তিরের ছেলে? সে যে সন্ন্যেসী হয়ে বেরিয়ে গেছল। জলপানি পাওয়া ছেলে গরীব মা বাপকে ছেড়ে—

মিনি

হ্যাঁ, সন্ন্যেসী না, আরো কিছু। ভূত সেজে এখানে বাস করচে, কি সব করচে, আর ভয় দেখিয়ে লোককে বাড়ির ত্রি-সীমানায় আস্‌তে দিচ্ছিল না।

গিন্নী

বলিস্ কি রে, বিশ্বেস হয়না যে। এমন জলপানি পাওয়া সুন্দর দেখ্‌তে ছেলে সন্ন্যেসী হ'লে দুঃখ রাখার যে আর ঠাঁই হয় না।

মিনি

না চমৎকার ছেলে, সন্ন্যেসীর চেয়ে ঢের ভালো কাজ করছিল সে।

গিন্নী

ডাক না তাকে একবার, তাকে দেখি। ডেকে জিজ্ঞেস পত্তর করি। ভূত সাজবার তার কি প্রয়োজন হ'লো কে জানে।

মিনি

কিন্তু মা, ওকে দিয়ে বাবার কেপ্‌টামোটা একটু কমিয়ে নেবার মতলব করেচি। দাঁড়াও,—একে একে তোমাকে সব বল্‌বো। বেশ একটা সুবিধে হয়েছে কিন্তু। দাঁড়াও, তার আগে শম্ভুদাকে তোমার কাছে ডেকে দিচ্ছি। [দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া] শম্ভু দা, ও শম্ভুদা। মা তোমাকে ডাক্‌চেন, শুনে যাও তো। লজ্জা করে আর লাভ নেই, আমি সব বলে দিয়েছি।

[মিনি অপেক্ষা করিল। ধীরে যবনিকা পতন।]

তৃতীয় দৃশ্য

প্রথম দৃশ্যের সেই ঘর। তবে ঘরের চেহারা একটু ফিরিয়াছে,—বিছানাটা একটু ভাল হইয়াছে। দেয়ালে দু-একটা ছবি আবির্ভূত হইয়াছে।

সময়, সন্ধ্যা-প্রায়।

একটা মাদুরের উপর বসিয়া গিন্নী মিনির চুল-বাঁধা প্রায় সমাপ্ত করিয়া আনিয়াছেন।

গিন্নী

[চুল ঠিক করিয়া দিতে দিতে] তোর শম্ভুদাকে খাবার দিয়ে এসেছিলি তো ?

মিনি

এসেচি, এসেচি, কতবার আর বলব বলোতো। তবে ভূতের মুখে মানুষের খাওয়া তেমন রোচেনা বোধ হয়। এবার থেকে ভূতের উপযুক্ত খাবার তৈরি করে দিও,—দিয়ে আসব।

গিন্নী

ঐ ষণ্ডাগোছের লোকটাও ওর কাছে আছে নাকি? ওটা একটা সত্যিকারের আস্ত ভূতের মতন।

মিনি

ও এক হপ্তার জন্য বাইরে গেছে,—এর মধ্যে আর ফিরবে না। ভূত দেখেই ভয় পাওয়া যায়, কিন্তু জ্যান্ত মানুষকে দেখলেও যে আঁতকিয়ে উঠতে হয়, এই প্রথম জানলুম।

চুল বাঁধা সমাপ্ত হইল

এমন সময় বাহির হইতে কর্ত্তার গলা শুনিতে পাওয়া গেল। 'বলি শুনচো, শুনচো, ও মিনির মা'। বলিতে বলিতে কর্ত্তা প্রবেশ করিলেন।

কর্ত্তা

নাও, নিয়ে এসেচি, দু ডুটই নিয়ে এসেচি। আধখানা চাকরের কাজ নয়,—তা একখানাই হোক্, না দু-দুটা। কী যে মুস্কিলে পড়েছি—

গিন্নী

তা না আনলেই হ'তো,—এত ঠেকাটা কিসের?

কর্ত্তা

তোমার কি গিন্নী, তুমি তো ফস্ করে বলে বসলে, ঠেকাটা কিসের। এদিকে রাত দুপুরে এসে, আমাকে শাসিয়ে যাবে, ভুঁড়ি ফাটাবার ভয় দেখাবে, ঘাড় মট্‌কে রক্ত খেতে চাইবে, ঈয়া ঈয়া মূলোর মত দাঁত বের করে ভেঙ্‌চি দিয়ে যাবে,—তার কি?

গিন্নী

হ্যাঁ, ও-সব করে না, যত নাই কথা।

কর্ত্তা

তুমি তার বুঝবে কি গিন্নী। মুখের উপর সেই বিদ্‌ঘুটে মুখটা এনে যদি একদিন শুধু তোমাকে 'ক্যাঁচ' করে যেত তবেই টেরটা পেতে। আমি বলেই না হয়, সয়ে টয়ে থাকি,—বেশি জিনিষ পত্তর আনতে হুকুম করলে, কিম্বা বেশি টাকা খরচা করতে বললে কাকুতি মিনতি করে কিছুটা কম করিয়ে নিই।

গিন্নী

কিসের খরচা করার হুকুম গো?

কর্ত্তা

আরে, এ যে ক'দিন ধরে রাজ্যের পয়সার মাছ আনচি, সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে ফলমূল কিনে নিয়ে আসচি, তোমাদের জন্য তাঁতের মিহি শাড়ি কিনে টাকা জলে ফেলচি, এই সব আর কি জন্য। বলি, সাধ ক'রে কি লোকে টাকা পোড়ায়। [থামিয়া] দুপুর রাত্তির হ'লেই এসে উপস্থিত হবেন। দূর থেকে হাত লম্বা করে নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে আমার কাঁচা ঘুমটা ভেঙে—বুঝলে কিনা গিন্নী, মুখ-ভেংচি দিয়ে শাসাতে থাকবে,—বাড়ির জন্য এটা আনিস, ওটা আনিস। একবার কাণ্ডটা দেখতো গিন্নী,—ব্যবহারটা একবার দেখ।

গিন্নী

ওরা হয়তো, কেউ নিজের আত্মাকে কষ্ট দেবে, তা দেখতে পারেনা। তাই তোমাকে জিনিষ কিনিয়ে কাটিয়ে খাওয়াচ্ছে।

কর্ত্তা

খাওয়াচ্ছে তো রাজা করচে.—পয়সাটা দিচ্ছে কে শুনি? পয়সা খরচা করে আত্মার সুখ? আত্মাটা যে একেবারে জলে থাক্ হয়ে গেল। অথচ—বুঝলি মিনি,—যা একখানা মুখের ভেঙুচি, আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়। কথা অবহেলা করি আর এদিকে একদিন পট্ করে ঘাড়টা মটকে দিক্।

মিনি

না বাবা, সে ভালো নয়। আগে প্রাণ, তারপর তো টাকা। ঠাকুর দেবতাকে যেমন, তেমনি ভূতপ্রেতকেও মেনে চলা বুদ্ধিমানের কাজ।

কর্ত্তা

কিন্তু এদিকে যে ফতুর হ'য়ে গেলাম, সেটার খোঁজ করে কে? [গিন্নীকে] এইবার আর এই শালার বাড়ি না বদ্লালে চলছে না গিন্নী। তার মানে—বুঝলে কিনা—

গিন্নী

না না, সে উচিত হবে না; এমন সস্তায় তে-তলা বাড়ি কোথায় আর পাওয়া যাবে বলোতো?

কর্ত্তা

নইলে আর এদ্দিন ছিলুম কেন,—সে-কথা কি আমাকে শেখাতে হবে। তবে রোজ রাত্তিরে যদি এমনতর সুনিদ্রের ব্যাঘাত হয়, ভূতপ্রেত এসে মুখ খিঁচিয়ে শাসাতে থাকে, থাবা উঁচিয়ে ভয় দেখায়, তবে আর শান্তি থাকে কোথায়?

গিন্নী

কিন্তু ভাড়া কি রকম সস্তা, সেটা দেখ্‌তে হবে তো—

কর্ত্তা

কোথায় সস্তা হলো,—সে-কথা কি আর আমি না হিসেব করেই বলচি। ভূত ব্যাটার কথামত যেমন সব জিনিষ-পত্র আনতে হচ্চে,—তাতে বুঝেচ,—গড়পড়তা তোমার বেশিই পড়্‌চে গিয়ে। এই যে দুটো চাকর আনতে হলো, আমার পিণ্ডি দেবার জন্যে—

মিনি

ছিঃ, কী যে বলো বাবা—

কর্ত্তা

বলি কি সাধে বলি,—কি প্রয়োজন ছিল চাকরের? অথচ জুলুম দেখোনা একবার,—শাসিয়ে গেছেন, দু-দুটো লোক আন্‌তে হবে, রান্নার জন্য একটা, অন্য কাজের জন্য আলাদা আরেকটা—যেন আমি দিল্লীর বাদ্‌শা হ'য়ে গেছি। পরশু বলে গিছ্‌ল, কাল গরিমসী করে,—বুঝলে কিনা গিন্নী,—আর আনা হয়নি। তাইতে রাত্রিরে ঘাড় মটকাবার ভয় দেখিয়ে গেল।

মিনি

কি রকম মুখটা বাবা?

কর্ত্তা

বীভৎস। চোখ মিটমিটি করে দেখি,—তাইতেই দমবন্ধ হয়ে আসার জোগাড়, ভালো করে চেয়ে কি দেখ ার জো আছে। চোখ বুজেই হাঁ না

করে ব্যাটার জুলুমে রাজা হয়ে যাই,—চোখ বুজেই একটু কাকুতি টাকুতি করি। [থামিয়া] কী রকম অন্যায়টা দেখতো,—ওদের আমরা সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। ওপরের ভুটো তালাতো একদম ছেড়ে দিইচি। অথচ দেখতো, কী রকম আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে,—ওঁটা কিঁনে এঁনো, সেঁটা আঁনা চাঁই, আঁজ নিজের জঁন্য ভাঁলো জাঁমা নাঁ কিঁনলে ঘাঁড় মঁট্‌কাবো!

মিনি

সত্যি, এমন লক্ষ্মীছাড়া হয় ভূতগুলো!

কর্তা

যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। ভূতের সঙ্গে এক সাথে বাস করা,—বুঝলে কিনা গিন্নী,—মানুষের পোষায় না। ওদের আচার ব্যবহারই আলাদা রকমের! কী রকম জুলুমটা বেড়ে চলেছে, শোনো গিন্নি—কাল রাত্তিরে এসে বলে, মেঁয়েকে শীঁগ্‌গির কঁরে বিঁয়ে দেঁ। দেখতো কাণ্ড। আমার মেয়েকে [এই সময় মিনি প্রস্থান করিল] আমি এখন বিয়ে দিই, কি পরে বিয়ে দিই, বিয়ে দিই কি একেবারে না-ই দিই, তাতে তুই,—ভূত,—তোর কি?

গিন্নী

কথাটা একদম অন্যায্য বলেনি,—মেয়েটাকে আর কতকাল আইবুড় রাখ্‌বে?

কর্তা

তুমি তো ভূতের সঙ্গেই সায় দিলে, অথচ আমি পাত্র পাই কোথায়! শালারা তো এক ঝুড়ি টাকা চেয়ে বস্‌বে'খন—

গিন্নী

ওগো, বলি শম্ভুর কথা তোমার মনে আছে,—ঐ যে শশি মিত্তিরের ছেলে? জলপানি পেয়েছিল।

কর্ত্তা

হ্যাঁ, তার কি?

গিন্নী

তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে?

কর্ত্তা

হাঃ, হা-ঘরে বাপ-মা, পয়সা দেখেনি কোনও দিন, জলপানি পাওয়া ছেলের দোহাই দিয়ে ছিনে জোঁকের মত টেনে ধরবে। ও সবের মধ্যে আমি নেই। শম্ভুটম্ভু বাদ দাও। ও সুবিধের ছেলে নয়।

গিন্নী

না গো, সে আজ কালকার ছেলে, একটী পয়সাও নেবে না।

কর্ত্তা

[সহর্ষে] নেবেনা? পয়সা চায় না? তবে—বুঝলে কিনা গিন্নী,—তোমার ইচ্ছেও মত করতে পার। আমার খুব বেশি রকম মত আছে। বেশ সুবিধে মতন ছেলে পাওয়া গেছে,—দেখো, যেন আবার ফস্‌কে না যায়।

গিন্নী

সে আমি করবো খন।

কৰ্ত্তা

খরচান্ত হ'য়ে গেলাম,—মেয়ের বিয়ে তে নাহক কম করে চল্লিশ পঞ্চাশটা টাকা খরচ হ'য়ে যাবে। আর ফুড়ুটো চাকর রাখতে চলো—মাস মাস দশবারোটা টাকা মাইনে ন দেবায় ন ব্রাহ্মনায় গেল। দেখ্‌বে চলো গিন্নী, কি রকম ষণ্ডাগোছের দুই ব্যাটা,—ভাত যা সাবাড় করবে। তবে রক্ষে ভূতটুতের কথা কিছু শোনে নেই। চল, চল, ওদের বাইরে দাঁড় করিয়ে এসেছি,—ভূতে যদি ভেঙ্‌চি দিয়ে যায়, তবেই ব্যাটারা পালাবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

অন্য দুয়ার দিয়া কালো ঢাক্‌নাটা উঠাইতে উঠাইতে শম্ভুর প্রবেশ। তারপরেই মিনি উপস্থিত হইল।

মিনি

তুমি কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি করছ, শম্ভুদা ?

শম্ভু

কেমন ?

মিনি

আমার বাবাকে তুমি খোঁচা দেবার কে ? বুড়ো মানুষ,—অন্ধকারে যদি মাথায় লাগিয়ে দিতে—

শম্ভু

চোখ বুজে কি দিয়েছিলুম,—দেখে শুনেই দিয়েচি,—কোথায় লাগলে ব্যথা পেতে পারে আমার কি আর জ্ঞান নেই নাকি ?

মিনি

আচ্ছা, তাই যেন হ'লো, কিন্তু আমাকে বিয়ে দেওয়াবার কথা তোমাকে কে বলতে বলেছিল। সেটা বুঝি নিজের বুদ্ধি খরচ করে বলা হয়েছে ?

শম্ভু

দেখতো, কেমন চমৎকার মাথা খাটিয়ে বলে দিলুম।

মিনি

হয়েছে, হয়েছে। অত দয়া করতে হবে না।

শম্ভু

বলো কি ? উচিত কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না ? তোমার এখন বিয়ে হওয়া দরকার,—বুঝলে, আমার ক্রমশই মনে হচ্চে, তোমার এইবার বিয়ে হওয়া দরকার !

মিনি

দেখ, ভাল হবে না, শম্ভুদা। দরকার হলে, তোমারই।

শম্ভু

হ্যাঁ, আমারও। তোমারও। তোমার সাথে আমার।

মিনি

ভূত কোথাকার ! [বিরক্তির অভিনয় করিল] আমি চল্লুম। কী অসভ্যরে বাবা !

[প্রস্থানোদ্যত]

শম্ভু

শোন না মিনি। তুমি ভূতের পেত্নী হবে ?

[জিব—ভেঙ্ চাইয়া মিনির প্রস্থান]

[ডাকিয়া] ওগো পেত্নী গো [গিন্নীর প্রবেশ। শম্ভু জিব কাটিল] মাসিমা !

গিন্নী

এই যে শম্ভু !

শম্ভু

মাসিমা, আমি মিনিকে বিয়ে করবো। [গিন্নী একটু অবাক্ হইলেন। একটু অপেক্ষা করিয়া শম্ভু আবার বলিল] বলুন মাসিমা, আমার সঙ্গে কি আপনারা বিয়ে দেবেন ?

গিন্নী

কিন্তু তোমার বাপ মার মত—

শম্ভু

হবেই।

গিন্নী

কিন্তু মিনির বাবা কি রকম হিসেবি জানতো। পয়সা কড়ি হয়তো কিছুই—

শম্ভু

[শেষ করিতে না দিয়া] তার দরকার নেই। একটু মাত্র দরকার নেই। নিজের উপার্জ্জনের পয়সা ছাড়া, আর কোনও পয়সার ওপর আমার আর লোভ নেই।

গিন্নী

[ভাবিয়া] কিন্তু শুধু তোমার কথাই তো নয়, তোমার মা বাবা আছেন, তাদের কথা ভাবতে হবে। আর শুধু তাও নয়, আমার মেয়ের বিয়েতে যদি আমি উপযুক্ত রকম যৌতুক না দিই, তবে লোকেই বা কি বল্‌বে, আর আমিই বা কি বলে নিজেকে বোঝাব। সে যে আমার পক্ষে কত বড় দুঃখের কথা হবে তুমি তা বোঝ না ?

শম্ভু

ঃ

গিন্নী

শুধু এক উপায় আছে।

শম্ভু

কি ?

গিন্নী

যেমন করে অনেকটা ওঁকে শোধ্‌রান গেছে তেমনি করে এটাও হয়তো সংগ্রহ হ'তে পারে। ভূতের ভয় যে একেবারে নেই, তা নয়।

শম্ভু

[লজ্জিত ভাবে] ছিঃ, কী কাণ্ড করতে হচ্ছে বলুন,—শুধু মিনি না-ছোড়বান্দা বলে। কিন্তু নিজের জন্য এরকম করে যৌতুক সংগ্রহ করতে আমার লজ্জা—

গিন্নী

কিছু নয়, কিছু নয়, লজ্জার কিছু নেই। উনি ঐ ধরণেরই মানুষ—প্রাণধরে কাউকে পয়সা কাড় দিতে পারেন না, এমন কি নিজের মেয়েকেও নয়। ওঁর কাছে একটু কৌশল করা কিছু দোষের হবেনা।

শম্ভু

কিন্তু টাকা কি করে আদায় করি, টাকা তো আর সঙ্গে থাকেনা। টাক এনে দিতে বললে বাড়ী ছেড়ে পালাবেন,—আর ফিরবেন না।

গিন্নী

সঙ্গেও থাকে বৈকি,—তুমি কি সব কথা জান! ব্যাঙ্ক ফেল পড়তে পারে ভয়ে স্থানে স্থানে ওঁর কত গর্ত্ত ঠিক আছে,—বেশির ভাগ টাকাই তাতে গোপন করা। শত বললেও শুনবেন না। তাছাড়া হাজার চারেক টাকা সব সময়ই ওঁর কোমরে বাঁধা থাকে,—সব সময়, দিন রাত্তির, চব্বিশ ঘণ্টা। বাদ বাকী যা আছে, তা কুড়ি পঁচিশটা ব্যাঙ্কের মধ্যে ছড়ান, যাতে ফেল পড়লেও এক সঙ্গে বেশি টাকা মারা না যায়

শম্ভু

ওঃ, তাই নাকি?

গিন্নী

আরো কত কাণ্ড আছে, মিনির বাবার। তা, যাক্, আজ রাত্রে তুমি অন্তত হাজার তিনেক আদায় করে নিয়ে এসো।

শম্ভু

কী একটা হাসির ব্যাপার হচ্চে বলুন তো। আদত একটা ঠক্ হ'য়ে উঠেচি। [শুনিয়া] ঐ বুঝি উনি আসছেন। আমি এই বেলা চম্পট দিই।

[প্রস্থান]

অন্য দুয়ার দিয়া কর্ত্তা প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

কর্ত্তা

[বলিতে বলিতে প্রবেশ] বুঝলে গিন্নী, দু-দুটো ব্যাটা চাকর জুটেছে। সর্ব্বস্ব খেয়ে ফেল্‌বে। ডালের সঙ্গে মাড় মিশাতে বলে দিয়ো দিকিনি।

চতুর্থ দৃশ্য

গভীর রাত্র। পট উঠিলে দেখা গেল অন্ধকারে একটা তক্তপোষে কে একজন ঘুমাইতেছে। দেওয়ালে ভূত তাড়াইবার জন্য একটা নামাবলী টাঙ্গানো আছে। ঘরের একটা জানালাও খোলা নাই। একটা অতি ক্ষীণালোকে শুধুমাত্র তক্তপোষটা যা হোক কিছু দেখা যায়।

প্যাঁচার চীৎকার শোনা গেল।

একটা সানুনাসিক স্বর শোনা গেল, তারপর সেই অন্ধকার ঘরে বিকট এক সাজ করিয়া ভূতের প্রবেশ!

ঘরে ঢুকিয়া ভূত তিন চারবার তক্তপোষ প্রদক্ষিণ করিল, কি অদ্ভুত ভৌতিকর সব অলৌকিক শব্দ করিল। গাল টিপিয়া 'ক্রম্' 'ক্রম্' আওয়াজ বাহির করিল।

দেওয়াল হইতে টিকটিকি ধরিয়া মুখে পুরিবার অভিনয় করিয়া সে দরজার কাছে—তক্তপোষ হইতে দূরে,—যাইয়া দাঁড়াইল।

ভূত

[নাকী সুরে] চিঁ হি হি হি, হো হো হো হো হো, বুম্ বুম্, বুম্।
[একটু চুপ]

ভূত

[নাকী সুরে] ঘুমুচ্ছিস্ বুঝি ? [একটু অপেক্ষা করিয়া] মুখ্খু মানব, রাতে ঘুমুস ! জাগ জাগ ! বুম, বুবুম্ বুম !

ভূত

পঙ্ পঙ্ ব্রুম্ ভুঃ হি হি হি হা হা। [নাকী সুরে] অসময়ে ঘুমুচ্ছিস্ কেনরে,—দুপুর রাত্তিরে ঘুমুস, আলসে কোথাকার ! [তবুও ঘুমন্ত কর্ত্তার সাড়া নাই] খুঃ ক্ষঃ, ভুম্ [খুব লম্বা একটা লাঠি দিয়া কর্ত্তার ভুঁড়িতে এক খোঁচা দিল।] ওঠ, ওঠ বর্বাচ—

[কর্ত্তা 'ভুঁড়িতে কে খোঁচাচ্ছে রে ?' বলিয়া ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু ভূতের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া নিমেষ মধ্যে শুইয়া চক্ষু বুজিয়া নাক ডাকাইতে সুরু করিল]

কর্ত্তা

[শুইয়া চক্ষু বুজিয়া] আমি জেগে নেই, ঘুমিয়ে পড়েছি আবার। আমার ভুঁড়ির খোঁচা আমি টের পাইনি। [জোরে নাক ডাকাইতে লাগিল]

ভূত

[নাকী সুরে] দাঁড়া তবে মজা দেখাচ্ছি ! আহা, কতদিন যে মনিষ্যির ঘাড় মটকাইনি,—তাজা রক্ত সুস্বাদু, বড় সুস্বাদু !

কর্ত্তা

[নিজে নিজেই] বলে কিরে ! অ্যাঁ, মতলবটা যে ভালো নয়। [জোরে] আমি ঘুমুইনি, আমি জেগেই আছি দেবতা [ভয়ে তার গলা কাঁপিতেছে]

ভূত

[সানুনাসিক] আমি দেবতা নই,—ও-নচ্ছারদের নাম করিসনে আমার কাছে। আমি ভূত। বুম্ বুবুম্ বুবুবুম, ক্ষঃ, ফোঁস্ হা হা হি হি হি।

কর্ত্তা

[চোখ বুজিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া শুইয়া] আবার কেন হুজুর,— কথামত চাকর তো এনে হাজির করেচি,—এইবারটী দুর্ব্বলকে ক্ষেমা দিন !

ভূত

বড় ক্ষিধে পেয়েচে,—মানুষের মুণ্ডুটা আবার কোথায় রাখলুম ; এই যে পেয়েছি [একটা নর-কঙ্কাল বাহির করিয়া আনিল]

কর্ত্তা

[উঁকি দিয়া একটু দেখিয়া] সেরেছে রে !

ভূত

শোন্ !

কর্ত্তা

[চক্ষু বুজিয়াই] আজ্ঞে করুন !

ভূত

চাঁদা চাই—বুম্ বুম্, ববম্—চাঁদা চাই !

কর্ত্তা

চাঁদা ? কিসের চাঁদা হুজুর ?

ভূত

হা হা হা হা হি হি হি হি। অমাবস্যার দিন আমাদের মহোৎসব হবে,—চাঁদা চাই, টাকা দে, টাকা [নরমুণ্ডে কামড় দেবার অভিনয় করিল]

কর্ত্তা

[সাতঙ্কে] টাকা ? হুজুর আমি টাকা পাব কোথায় ? কপর্দ্দক আমার নেই,—দিন আনি দিন খাই—

ভূত

চালাকি হবেনা। আহা, কত দিন যে মনিষ্যির ঘাড় মটকাইনি,—তাজা রক্ত সুস্বাদ, বড় সুস্বাদ, হা হা হা। টাকা চাই, শীগগির দে—

কর্ত্তা

হুজুর আমি বুড়ো মানুষ! আমি গিয়ে, আপনার টাকা পাব কোথায় ?

ভূত

[বিকট অট্টহাসি করিয়া উঠিল] দিবিনে, তবে লক্ষ্মীছাড়া দিবিনে ! [দাঁত কড়মড় করিয়া] হা হা হা হা হি হি হি হি, সুস্বাদ—

কর্ত্তা

দোহাই হুজুর, আমায় প্রাণে মারবেন না। এই বল্লুম, দেবো, দেবো টাকা, বুকের রক্ত জল করেই দেব। বেশ, দেব বল্লুম, কালই এনে দেব।

ভূত

ববব্‌ম্‌, ফোঁ:, ভূত ভুতুম! আজ, আজই চাই। কাল্‌কের নাম করে পালিয়ে যেতে চাস্‌—ঘাড় মটকাবো তো,—তাজা রক্ত, হা হা হা হা হা—

কর্ত্তা

কিন্তু হুজুর, এখন আমি কোথায় পাই?

ভূত

কোমরের টাকার থলিটা বের করে দে [দেওয়াল হইতে টিকটিকি ধরিয়া মুখে পুরিবার অভিনয়]

কর্ত্তা

[প্রায় স্বগত] সেরেছে,—তাও টের পেয়েছে। ওরে বাবা, এযে সত্যি, ভূতের অজানা কিছু নাই [জোরে] হুজুর আমি গরীব মানুষ— আমি চারগণ্ডা পয়সার বেশি দিতে পারব না কিন্তু,—তিনদিন আমার বাজার খরচা বন্ধ রাখতে হবে—

ভূত

[নরমুণ্ডটা নীচে ফেলিয়া তাহা দিয়া গেণ্ডুয়া খেলিয়া] হা হা হি। সব চাই, সব—

কৰ্ত্তা

[বিশ্বাস না করিয়া] মানে ?

ভূত

থলিটা আমার হাতে দে,—দেরি করিসনি, দে দে, বের করে দে,—চিহি হি হি ক্রম্ ক্রম্—

কৰ্ত্তা

সর্ব্বনাশ, এ বলে কি ? থলেতে যে তিনতিন হাজার টাকা! অ্যাঁ,—কি কাণ্ড! এর চাইতে আমার মরা ভাল,—প্রাণধরে এ-টাকা আমি দিতে পারব না। ভূত বাবু,—মার, একদম মেরে ফেল, ঘাড় মটকাও, দেহে প্রাণ থাকতে এ-টাকা আমি ছাড়তে পারব না—

ভূত

হা হা, হা হা হা খাবো খাবো হা হা হা হা হা [ভূতের মুখ দিয়া অকস্মাৎ আগুন বাহির হইতে লাগিল]

দেখিয়া কর্ত্তার দম বন্ধ হইয়া আসিবার যোগাড়

কৰ্ত্তা

ওরে বাবা, যাই কোথা। এত বল্লুম, একটু যে দয়া হ'লো না। শেষে দেখি পৈত্রিক প্রাণটা ঠাণ্ডা ক'রে দেবে! [কোমর হইতে থলি খুলিয়া] নেও, নেও, নিয়ে যাও, সর্ব্বস্ব নিয়ে যাও। ওরে, কী কুক্ষণে এই ভূতের সঙ্গে বাস করতে এসেছিলাম,—আমার সর্ব্বনাশ করে ছেড়ে দিলে—

ভূতের মুখ হইতে তখনো তেমনি আগুন বাহির হইতেছে

প্রাণে মেরো না হুজুর, নেও, নেও, নিয়ে যাও, এক নয়, দুই নয়, একশো নয়, দুশো নয়, তিনতিন হাজার টাকা। ওরে আমি পাগল হবে যাব।

ভূত এমন সময় ভীষণ হুঙ্কার করিয়া উঠিল

নেও, নেও, আমার কল্‌জে ছিঁড়ে নিয়ে যাও

[বাঁ হাতে চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতে ছুঁড়িয়া দিল]

ভূত আসিয়া সেটা উঠাইয়া লইল। বাঁ হাতে মড়ার মাথাটা নাড়াইয়া সে দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

কর্ত্তা

[লাফাইয়া উঠিয়া] মরি তো মরি, একবার জাপ্‌টে ধরি।

ভূতকে যাইয়া জাপ্‌টাইয়া ধরিল। কর্ত্তা বলিতে লাগিল,—এতগুলি টাকা গেলে আমার জীবন থেকেই কোন্ লাভ। ভূত প্রাণপণে তাকে ছাড়াইয়া চায়। কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ভূত ছাড়া পাইয়া চো—চো চম্পট দিল।

কর্ত্তা

[আর্ত্তনাদ করিয়া] গেল, নিয়ে গেল, সর্ব্বস্ব নিয়ে গেল। [চীৎকার করিয়া] গিন্নী, ও গিন্নী, ওঠ, ছুটে এসো। ভূতে আমাকে সাবাড় করে গেল।

[ছুটিয়া গিন্নী ও মিনির প্রবেশ

গিন্নী

কি, কি হয়েছে,—অমন করে চেঁচাচ্ছ কেন?

কর্ত্তা

চেঁচাচ্ছি, সাধে চেঁচাচ্ছি,—সর্ব্বস্ব অপহরণ করল। গলায় পা দিয়ে কাণাকড়িটি পর্য্যন্ত নিয়ে গেল। ওরে আমাকে পথে বসিয়ে গেল রে, ওরে আমার—

গিন্নী

কি নিল, কে নিল, কিছু বলচ না যে—কেবলই চেঁচিয়ে মরচ।

কর্ত্তা

গিন্নী, তোমার কথা আগে শুনিনি, অন্যায় করেচি, ঘোরতর অপরাধ করেচি। নইলে ভূতের সঙ্গে মানুষের থাকা কি কোনদিনই উচিত। বলবো কি গিন্নি, ব্যাটা ঘাড় মটকাবার ভয় দেখিয়ে, আমার তিন তিন হাজার টাকা লুট করে নিয়ে গেল। আমি আর ভাল নেই,—ক্রমেই পাগল হ'য়ে যাচ্ছি,—মগজ্ আমার জট্ পাকিয়ে যাচ্ছে,—ওগো, আমি পথে বস্‌লাম গো!

গিন্নী

বলেছিলাম, এই ভূতুড়ে বাড়ীতে থেকে কাজ নেই,—কি সর্ব্বনাশের কথা গো! সত্যি সত্যি যদি ঘাড়টারের ওপর অত্যাচার করত তবেই—

কর্ত্তা

[আরে তুত্তোর ঘাড়ের ওপর অত্যাচার! আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে গেল,—তো ঘাড় থাকা আর না থাকা। ওরে মা, আমি যাই কোথা। পুলিশে যাব, তারও জোগাড় নেই,—ভূত ধরতে আর কোন্ পুলিশ আস্‌বে। [সহসা থামিয়া] চল গিন্নী, যাবো, যাবো। লক্ষ্মীছাড়া-

দের ঘাঁটিতেই গিয়ে হানা দেবো,—মিনি তুই লণ্ঠন ধর, গিন্নী তুমি আঁশ বটি নিয়ে এসো,—

প্রভাতের আলো দেখা দিল

ঐ যে ভোর হয়ে এসেছে,—চল গিন্নী শীগ্‌গির চলো, আর দেরি নয়,—অন্ধকার থাকতে থাকতে ধরা যাক্ গিয়ে।

[কর্ত্তা ও গিন্নীর প্রস্থান]

এমন সময় অন্য তুয়ার দিয়ে শম্ভু প্রবেশ করিল।

মিনি

কী তোমরা আরম্ভ করেছ বলোতো,—বুড়ো লোকটাকে মেরে ফেল্‌বে না কি ?

শম্ভু

আর নয়,—এইবার সমাপ্ত মিনি। আমার ভূত-লীলা এইবার সম্বরণ করবো।

মিনি

শুনে আশ্বস্ত হলুম।

শম্ভু

তোমার জন্যই তো,—অর্থাৎ মানে, বুঝলে কিনা,—তোমার জন্যই ওটা করতে হ'লো।

মিনি

আমার জন্য ?

শম্ভু

হাঁ গো। তোমাকে বিয়ে দিতে টাকা লাগ্‌বে যে !

মিনি

যথেষ্ট ধন্যবাদ, আমার জন্য মাথা-ব্যথা করবার তোমার কোন দরকার ছিলনা।

শম্ভু

মিনি ?

মিনি

কি।

শম্ভু

আমাকে পছন্দ হয় ?

মিনি

ভূত কোথাকার !

শম্ভু

ও-সব চালাকি চলবে না। এত হাঙ্গামা করলুম,—এখন পছন্দ করতেই হবে।

মিনি

[দরজার দিক অগ্রসর হইয়া] কী অসভ্য রে ! আমি কখখনো আর তোমার সঙ্গে কথা বলবনা। চল্লুম আমি !

শম্ভু

রাগলে তোমায় চমৎকার দেখায় মিনি।

মিনি

[রাগের অভিনয় করিয়া] ভূত ! [দরজার কাছে আগাইয়া গেছে]

শম্ভু

[হাসিয়া] পেত্নী !

[জিব্ ভেংচাইয়া মিনি তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল। শম্ভু আগাইয়া গিয়াছিল। এমন সময় বাহিরে কর্তার গলা শোনা গেল। 'লক্ষ্মীছাড়ারা মহোচ্ছব করবেন,—যাকে বলে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।' শুনিয়া শম্ভু ত্রস্ত-ভাবে চম্পট দিল। ও-দিক দিয়া আঁশবটি উদ্যত করিয়া কর্তার প্রবেশ।

কর্তা

[রঙ্গমঞ্চের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে] ভূত তো ভূত, ভূতের বাপ আমার টাকা নিয়ে হজম করতে পারবে না। কোথায় যাবে বাপু, পেট টিপে টাকা বের করব আমি। প্রাণ যায় যাক্, কিন্তু টাকা,—ও-সব হচ্চে না? আমি তোমার নাক কাটব, কান কাটব, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাব।

যবনিকা

বিয়ের